CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-296 ■ 5 August, 2025 ■ আগরতলা ৫ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শিবু সোরেন প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট।। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা, রাজ্যসভার সাংসদ এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন আজ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল। তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শোক প্রকাশ করেছেন। এদিনই প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তাঁর পুত্র ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এক্স-এ পিতার মৃত্যুর খবর ভাগ করে লেখেন, 'আমাদের প্রিয় ''দিশোম গুরুজি'' আর নেই। আজ আমি সবকিছু হারালাম।'

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা শিবু সোরেন আটবার লোকসভায় নির্বাচিত হন এবং দু'বার রাজ্যসভার সদস্য হন। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় দফার রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত শিবু সোরেন তৎকালীন বিহারের অন্তর্গত রামগড় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বামপন্থী শ্রমিক নেতা একে রায় ও কুরমি নেতা বিনোদ বিহারী মাহাতোর সঙ্গে ১৯৭২ সালে গঠন করেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। রাজ্য গঠনের আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। যার ফলস্বরূপ ২০০০ সালে গঠিত হয় নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড।

১৯৮০ সালে তিনি প্রথমবারের মতো লোকসভায় নির্বাচিত হন দমকা আসন থেকে। পরবর্তীতে যা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হয়ে ওঠে। তবে ২০১৯ সালের নির্বাচনে তিনি দমকা আসনে বিজেপি প্রার্থী নলিন সোরেনের কাছে প্রায় ৪৫,০০০ ভোটে পরাজিত হন। ২০০৫ সালে তিনি প্রথমবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হন। কিন্তু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে মাত্র ৯ দিন পরই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শিবু সোরেনের প্রয়াণে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হঠাৎ সিদ্ধান্ত মমতার
লোকসভায় তৃণমূলের নেতা অভিষেক

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ।। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসে নেতৃত্বের বড় রদবদল হল। লোকসভায় দলের নেতা হিসেবে বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে, তাঁর স্থানে বসানো হল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্তরসূরি বলে পরিচিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

দলের এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোড়ন তৈরী হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লোকসভায় তৃণমূলের মুখ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭তম লোকসভায় তিনি দলের নেতা ছিলেন এবং ১৮তম লোকসভাতেও তাঁকেই আবার সেই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক কালে অসুস্থতার কারণে তিনি সংসদের অধিবেশনগুলিতে অনুপস্থিত থাকছেন। শেষ অধিবেশনে তিনি যোগ দেননি এবং চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনেও এখনো পর্য্যন্ত দেখা যায়নি তাঁকে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

একজন প্রকৃত ভারতীয় এ ধরনের কথা বলতে পারেন না

সেনাবাহিনী নিয়ে রাহুলের মন্তব্যে ধমক সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ।। ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভারত জোড়ো যাত্রার সময় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর করা মন্তব্য নিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একজন প্রকৃত ভারতীয় এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। তবে আদালত এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মানহানির মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ জারি করেছে।

বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ রাহুল গান্ধীর বক্তব্য এবং তা প্রকাশের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেছে। আদালত জানতে চেয়েছে, আপনাকে এই কথা মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমে বলতেই বা পোস্ট করতেই হল কেন? আপনি কি সেখানে ছিলেন? আপনি কিভাবে জানলেন ২,০০০ বর্গকিমি দখল হয়েছে?

উল্লেখ্য, গান্ধী তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রার সময় দাবি করেছিলেন, চীনা সেনা ভারতের ২,০০০ বর্গকিমি জমি দখল করেছে, ২০ জন ভারতীয় জওয়ান নিহত হয়েছেন এবং অরুণাচলে আমাদের জওয়ানদের মারধর করা হয়েছে। এই মন্তব্যের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে একটি ফৌজদারি মানহানি মামলা দায়ের হয়।

রাহুল গান্ধীর পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দেন, সাংসদ হিসেবে তিনি সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারায় প্রদত্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি বলেন, একজন সাংসদ হওয়া মানে এই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না। গান্ধীর মন্তব্য জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে মিডিয়াকে প্রশ্ন তোলার জন্য ছিল। তবে আদালত এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি। বেঞ্চ জানায়, আপনারা ১৯(১)(ক) ধারা বলেই যান, কিন্তু বিরোধী দলের নেতা হিসেবে এমন উত্তেজক মন্তব্য সীমান্ত সংঘর্ষের সময় কি আদৌ করা উচিত? আদালত পরামর্শ দিয়েছে, এই ধরনের সংবেদনশীল মন্তব্য সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত, না যে কোনও মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বা সামাজিক মাধ্যমে। বিচারপতিরা বলেন, আপনার যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে আপনি কেন তা সংসদে বলেন না? কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কথা বলেন?

গান্ধীর আবেদনে মূল আইনি প্রশ্নগুলির মধ্যে ছিল, নিম্ন আদালতের সমন জারি করার আগে তাঁকে শোনা হয়নি। এই বিষয়টি এলাহাবাদ হাইকোর্ট গুরুত্ব দেয়নি বলে সিংভি দাবি করেন। বেঞ্চ জানায়, এই বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত এবং তিন সপ্তাহ পরে সব পক্ষের আপত্তি শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে, মামলার মূল আবেদনকারী অবসরপ্রাপ্ত বিআরও (সীমান্ত সড়ক সংস্থা) পরিচালক উদয় শঙ্কর শ্রীবাস্তব অভিযোগ করেন, গান্ধীর মন্তব্য ভারতীয় সেনাকে মানহানিকরভাবে উপস্থাপন করেছে এবং জওয়ানদের মনোবল ভাঙার উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করা হয়। তাঁর দাবি, অরুণাচল প্রদেশের ইয়াংৎসে সীমান্ত সংঘর্ষের পর সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, চীনা বাহিনীকে সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। মামলার আবেদনকারীর যুক্তি ছিল, গান্ধীর মন্তব্য ইচ্ছাকৃত এবং বিভ্রান্তিকর। যা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সেনাবাহিনীর মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত ২৯ মে তাঁর আবেদনে স্বস্তি না দিয়ে জানায়, গায়ে পড়ে এফআইআর করা হয়নি এবং প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত দিয়েছে, আদালত এই মামলার সাংবিধানিক এবং আইনি দিকগুলি খতিয়ে দেখতে আগ্রহী। শুনানি তিন সপ্তাহ পরে ফের শুরু হবে।

বাংলা ভাষার অবমাননা নিয়ে মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা

'হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান' এর ভিত্তিতে দেশকে বিভাজন করতে চাইছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। "হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান" - এর ভিত্তিতেই দেশকে বিভাজন করতে চাইছে বিজেপি। আরএসএস-বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি তথা তাঁদের তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের সংকল্পে হিন্দি ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষার মর্য্যাদা নেই। তাই এই দেশের জাতীয় সংগীত যে ভাষায় লেখা হয়েছে, সেই বাংলা ভাষাকে দিল্লী পুলিশের অবমাননা করেছে। বাংলা ভাষার উপর দিল্লি পুলিশের বিবৃতি ঘিরে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

সম্প্রতি দিল্লী পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তি ঘিরে গোটা দেশব্যাপী বাংলা ভাষাকে অবমাননা করার উদাহরণ দেখা গেছে। সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যই কয়েকজনকে বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ঘটনায় দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বাংলা ভাষা অষ্টম তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ২২টি ভাষার মধ্যে একটি। এই ভাষায় ভারতের জাতীয় সংগীত লেখা হয়েছে। এই ভাষাকে অবমাননা করে দিল্লি পুলিশ যে ধরনের আচরণ করেছে তা নিন্দনীয়।

তিনি বলেন বিজেপি শাসিত কিছু রাজ্যে বাংলা ভাষাকে অপমান করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিদ্বেষ মূলক ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের যারা উপজাতি অংশের জনগণ তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদেরকে চীন এবং নেপালের বাসিন্দা বলেও অবমাননা করা হচ্ছে। এমন ভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করা হয় যেন তারা ভারতীয় নাগরিকই নয়। এবারে বাংলা ভাষায় যারা ব্যবহার করছে, যাদের ভাষ্য কিছুটা আলাদা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তিতে গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। দুর্যোগ পরবর্তীতে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসে উদ্ধারকার্য্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা একান্ত জরুরি। তাছাড়া উদ্ধারকার্য্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নও অপরিহার্য। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে রাজস্ব দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের আবরণ উন্মোচন করেন। পরে অনলাইনে হাঁপানিয়াতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টেকনোলজি ডেমোনস্ট্রেশন ইউনিট, সিভিল ডিফেন্স ট্রেইনিং স্কিম, রাজ্যে ২৬টি অটোথেটেড ওয়েদার স্টেশন এবং রেইন গজ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইক্যুইপমেন্ট ভেরিফিকেশন, পোর্টাল এবং চেইঞ্জ অফ ল্যান্ড ইউজ (ডাইভারসন অফ ল্যান্ড) পোর্টালের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বর্তমান যুগ হল প্রযুক্তি ও এআই-এর যুগ। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। ত্রিপুরা রাজ্য ২০২২ সালে সিত্রাং, ২০২৩ সালে মোচা এবং ২০২৪ সালে রেমাল ঘূর্ণিঝড় ও ২০১৮ ও ২০২৪ সালে বিধ্বংসী বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এই সকল দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসকল সমস্যা ও খামতি রয়ে গেছে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। ত্রাণ শিবিরগুলির ব্যবস্থাপনা আগে থেকেই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ২০২৪-২৫ প্ল্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী-চিন্তাভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাঁপানিয়া টেকনোলজি ডেমনোস্ট্রেশন ইউনিটে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যারা জরুরি পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত হয়। তিনি আরও বলেন, সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং স্কিমে ২৮৮০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রকল্প চালুর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যকে নির্বাচন করায় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দুর্য্যোগ মোকাবিলায় সঠিক ও সময়মত আবহাওয়ার পূর্বাভাস জরুরি। তাই ২৬টি অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশন এবং রেইন গজ স্থাপন করা হয়েছে। আগামী দিনে বিলোনীয়ায় ডপলার ওয়েদার রাডার স্টেশন স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। নিউ ইক্যুইপমেন্ট ভেরিফিকেশন পোর্টাল উদ্বোধন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা, মহকুমা ও টিএসআর ব্যাটেলিয়ানে সংরক্ষিত দুর্য্যোগ মোকাবিলা সামগ্রীগুলি এর মাধ্যমে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে। যার ফলে যন্ত্রপাতিগুলির বর্তমান অবস্থা ও পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। চেইঞ্জ অফ ল্যান্ড ইউজ পোর্টালের মাধ্যমে ভূমি রূপান্তর সংক্রান্ত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কলেজে ভর্তি নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা ঃ উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। রাজের ডিগ্রী কলেজগুলিতে যথেষ্ট আসন সংখ্যা রয়েছে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রী কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন। এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। আজ এমনটাই জানিয়েছেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যান্ত্রিক কিছু কারণে পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। যার ফলে ডিগ্রী কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য ব্যাপী বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর রায় বর্মনের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ যুব মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিনের এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে যুব মোর্চার সভাপতি বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই ডিগ্রী কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এই সমস্যা সমাধানে উচ্চশিক্ষা দ্বারস্থ হয়েছেন তারা। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করা হয় সেই বিষয়েই এদিন আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে বর্তমানে ডিগ্রী কলেজগুলিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, রাজ্যে ডিগ্রী কলেজগুলিতে ভর্তি নিয়ে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে বিরোধীদের হাত রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন তারা। রাজ্যের ডিগ্রী কলেজ গুলিতে আসন সংখ্যার কমতি নেই। যথেষ্ট আসন সংখ্যা রয়েছে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজগুলিতে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী চাইছেন রামঠাকুর কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। এই বিষয়ের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কেননা একটি মাত্র কলেজে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করানো সম্ভব নয়। তাই তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কলেজে ভর্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের কোন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সে পোর্টাল পুনরায় চালু করা হবে। একজন ছাত্র-ছাত্রীকেও ভর্তি না করিয়ে রাখা হবে না। প্রত্যেকে যেন ভর্তির সুযোগ পান তার জন্য সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাই কোন কারণ ছাড়াই এ ধরনের বিভ্রান্তিতে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন জানান মন্ত্রী কিশোর বর্মন। তিনি আরো বলেন, বিরোধীরা অপপ্রচার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারছে না। তাতে এডিসি এলাকায় জনগণের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই নায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হবেন প্রদ্যোত। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে এমনটাই বললেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

এদিন তিনি বলেন, দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারছে না। তাতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। জোট শরিকে থেকেও যদি জনগণের কাজে না আসা জোএ শরিকে থেকেও লাভ নেই। তাই নায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হবেন তিনি।

শরিকি সংঘর্ষ, মুখ খুললেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ না করে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহবান করলেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। বর্তমানে রাজ্যে চলতে থাকা শরীকি সংঘর্ষে মুখ খুললেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তিনি বলেন, এটি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় নয়। বিজেপি, তিপ্রা মথা, সিপিআইএম , কংগ্রেস প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করে কোন সমাধান সম্ভব নয়। যদি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন সমস্যা থেকে থাকে তাহলে বসে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পারস্পারিক সংঘর্ষের মাধ্যমে কোন সুরাহা বেরিয়ে আসবে না।

পার্শবর্তী রাজ্যগুলির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মেঘালয় সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না, কর্নাটকে কংগ্রেস বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয় না। শুধুমাত্র ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই এই ঘৃণ্য রাজনীতি চলতে থাকে। এই ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে সকল কর্মী সমর্থকদের বিরোধী থাকার আহ্বান করেন প্রদ্যোৎ। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মাঝ রাস্তায় উল্টে গেল গাড়ি, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ফিল্মি দৃশ্যকল্পকেও হার মানায় এমনই এক চাঞ্চল্যকর সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের রাজনগর এলাকা। সোমবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ রাজনগর এলাকা দিয়ে ছুটে চলা একটি দ্রুতগতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

জানা গিয়েছে, টিআর ০৫৪০৭৩ নম্বরের গাড়িটি এনএইচআই ডিসিইএল-এর অধীনস্থ। গাড়ির চালক সহ আরেকজন যাত্রী ছিলেন গাড়ির ভেতরে। দুর্ঘটনার ফলে দু'জনই অল্প বিস্তর আহত হন। তবে সৌভাগ্যবশত কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। আহতদের মধ্যে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভগবাননগর ডলুছড়া এলাকাবাসীর রাস্তা ও জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট।। ভগবাননগর ডলুছড়া ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা আজ দুপুর ১২টা নাগাদ কৈলাসহর-ধর্মনগর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। রাস্তার বেহাল দশা ও পানীয় জলের অভাব দূর করার দাবিতেই এই পথ অবরোধে সামিল হন এলাকার অন্তত ৭০টি পরিবারের সদস্যরা।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের ভিতরের রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে থাকলেও কোনও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বারবার পঞ্চায়েত, বিডিও ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। বিশেষ করে এলাকার প্রধান নেহারুন বেগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রাতিনি নাকি এলাকার সুখ-দুঃখে পাশে থাকেন না।

বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, রাস্তার এতটাই বেহাল দশা যে পানীয় জল সরবরাহকারী গাড়িও জাতীয় সড়ক থেকে গ্রামের ভিতরে ঢুকতে পারে না। ফলে স্বাস্থ্যবিধান ও পাণীয় জল দপ্তরের তরফে যে জল সরবরাহ করা হয়, তা জনগণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিসিএম মতি রঞ্জন দেববর্মা ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা শুনে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেন।

ডিসিএম জানান, "রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। দ্রুত সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট।। পুজো বাড়িতে সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে চন্দ্রপুর বলদাখাল এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রশ্মি ঘোষের বাড়িতে বিপদনাশিনী পূজা ছিল। সেই পূজাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে সাউন্ড বক্স বাজানো হচ্ছিল। রাত প্রায় নয়টা নাগাদ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে সাউন্ড বন্ধ বাজাতে বাঁধা দান করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তারা সাউন্ড বক্সের আওয়াজ কমিয়ে দেন। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত থাকেননি প্রতিবেশীরা। তারা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায় ওই পূজা বাড়িতে, এমনটাই অভিযোগ। তাদের বাঁধাদান করতে গিয়ে ঘটনায় আহত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৫ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১৯ শ্রাবণ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২০২৮ এ ত্রিপুরা জয়ের দিবা স্বপ্ন!

২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় ঘুরিয়া দাঁড়াইবার জন্য সিপিআইএম এখন থেকেই রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু সেই কৌশল কতখানি সফল হইবে তাহানিয়া রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরিয়া দাঁড়ানোর সম্ভাবনায় আগেই জল ঢালিয়াছেন সি পি এম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।অন্যদিকে কেরালায় ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ইউ ডি এফ জোটের কাছে হারার সম্ভাবনায় উদ্বেগেই সি পি এম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।এই পরিস্থিতিতে ২৮-এ উত্তর-পূর্বের বাংলাদেশ লাগোয়া স্পর্শকাতর রাজ্য ত্রিপুরায় বিজেপিকে হারাইয়া ক্ষমতায় ফিরিবার দিবা স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছেন সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি থেকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সি পি এম যদি ত্রিপুরায় জোটের বাস্তবতায় কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী উপজাতি শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী ও লড়াই চালাইতে পারে তাহা

হইলে বিজেপির সরকারকে নির্বাচনে হারানো অসম্ভব হইবে না। তবে সি পি এম নেতাদের আশঙ্কা বিহার, পশ্চিমবঙ্গ মডেলে কেন্দ্রের মোদী সরকার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে গাটছড়া বাধিয়া ত্রিপুরাতেও ভোটার তালিকায় সার্বিক সংশোধনের রাস্তায় যাইতে পারে। ত্রিপুরায় মুসলিম, দলিত উপজাতিদের নাম বাদ দিয়া ভোটার তালিকা প্রণয়ণের প্রক্রিয়াকে উড়াইয়া দিতে চান না সি পি এমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।ত্রিপুরায় সাংগঠনিক খামতি দূর করিবার পরামর্শ দিয়াছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। গণ আন্দলন গড়িয়া তোলা, মানুষকে জোটবদ্ধ করিবার মধ্যেই ত্রিপুরায় ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারে সি পি এম সহ বামপন্থী শিবির। এমনই পর্য্যালোচনা ও আশায় সি পি এম নেতৃত্ব। এজন্য ত্রিপুরায় লাগাতার আন্দোলন ও জন সংযোগে জোর দিতেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ২৮-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে সি পি এম প্রস্তুতি গড়িতেছে। সি পি এমের গুরুত্বপূর্ণ পার্টি

কংগ্রেসের পরে প্রকাশ কারাতের মত শীর্ষ দলীয় নেতারা আশা করিয়াছেন যে ২০২৮-এ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সি পি এম ঘুরিয়া দাঁড়াইবে। বিজেপি-আর এস এসের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও হিন্দুত্বের নামে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টাকে সি পি এম প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। সি পি এম তাই রাস্তায় আন্দোলন গড়িতে চাইতেছে।

২০১৮ ও ২০২৩ সালে পরপর দুবার ত্রিপুরায় বিজেপির কাছে হারিবার পর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে যথেষ্ট ব্যাকফুটেই সি পি এম নেতৃত্ব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সি পি এম শীর্ষ নেতা মানিক সরকার ও ত্রিপুরা রাজ্য সি পি এমের সম্পাদক তথা বিরোধী নেতা জিতেন চৌধুরীরা সি পি এম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আশার বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন যে ধীরে ধীরে সি পি এমে গণ সমর্থন ফিরিতেছে। ত্রিপুরার দুই স্বদলীয় শীর্ষ নেতার আশ্বাস পানিতে রীতিমতো উজ্জীবিত হইয়াছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আপাতত যাহা বোঝা যাইতেছে তাহাতে ত্রিপুরা ছাড়া তাহাদের সামনে আর কোন রাজ্যে জয়ী হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা মনে করিতেছেন। সেই কারণেই ত্রিপুরায় কোমর বাজিয়া ময়দানে না বিভার প্রস্তুতি নিয়াছে সিপিআইএম। কিন্তু তাহাদের এই প্রয়াস কতখানি বাস্তবায়িত হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। কেননা শাসক দল বিজেপি রাজ্যের সর্বত্র চষিয়া বেড়াইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প জনগণের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে নানা প্রয়াস শুরু করিয়াছে। শাসক দলের এই দাপটের কাছে বিরোধীরা কতটা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে তাহা কিন্তু বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয় ত্রিপুরায় কংগ্রেস দল সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে আতা করিয়া ভোটে বিজেপিকে পরাজিত করা কতটা সম্ভব হইবে তাও বলা মুশকিল। কেননা কংগ্রেস দল বরাবরের মতোই আসন সমঝোতা করিতে কঠিন সত্য আরোপ করিতে পারে। সেইসব শর্ত মানিয়া নির্বাচনে হাতে হাত মিলাইয়া লড়াই করা সম্ভব হইলেই বিজেপিকে প্রতিহত করিবা পথ প্রশস্ত হইবে। অন্যতায় ত্রিপুরায় জয়ী হওয়ার দিবাস্বপ্ন দিবা স্বপ্নতেই রহিয়া যাইবে।

ওড়িশায় নারীদের রাতের শিফটে কাজের অনুমতি: সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করল সরকার

ভুবনেশ্বর, ৪ আগস্ট: ওড়িশা সরকার সম্প্রতি এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী কর্মীদের রাতের শিফটে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে, এই অনুমতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একগুচ্ছ কঠোর সুরক্ষা প্রোটোকল ও নিয়মাবলি, যাতে নারীরা কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ, সম্মানজনক এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

শ্রম দফতরের জারি করা নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নারীদের রাতের শিফটে কাজ করতে হলে অবশ্যই তাদের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। কর্মস্থলে কমপক্ষে তিনজন নারী কর্মী একসাথে উপস্থিত থাকতে হবে এবং একজন নারী সুপারভাইজার থাকাও বাধ্যতামূলক। এছাড়া কর্মীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে জিপিএস ট্র্যাকিং সুবিধাসহ পরিবহন ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং পরিবহনের গাড়ির চালকদের পুলিশ যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কাজের পরিবেশে পর্যাপ্ত আলো, সিসিটিভি নজরদারি, নিরাপদ পানীয় জল, পরিষ্কার শৌচাগার এবং ১৮১ (নারী সহায়তা হেল্পলাইন) ও ১৮০০-৩৪৫-৬৭০৩ (শ্রম দফতরের হেল্পলাইন) নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, কোনো নারী কর্মীকে টানা দিন ও রাতের শিফটে কাজ করানো যাবে না এবং শিফট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্তত ৮ ঘণ্টার বিশ্রাম সময় নিশ্চিত করতে হবে। কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০১৩ সালের প্রাসঙ্গিক আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের রাতের শিফটে নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাতের শিফটে নারী কর্মী নিয়োগকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফর্মে স্ব-প্রমাণীকরণপত্র শ্রম দফতরের অনলাইন পোর্টালে জমা দিতে হবে। এসব শর্ত লঙ্ঘন করলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ওড়িশা দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৫৬-এর ৩৫ নম্বর ধারায় জরিমানা ধার্য্য করা হবে।

ওড়িশা সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু নারী কর্মীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগই তৈরি করছে না, বরং রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমবায়মূলক করে তুলছে। এটি রাজ্যকে ''ইজ অফ ডুয়িং ব্যবসা''-এর দিক থেকেও এগিয়ে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সমাজ ও শিল্পমহলে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। যদিও বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনের জন্য নিয়মগুলোর যথাযথ বাস্তব প্রয়োগ ও নজরদারি নিশ্চিত করা জরুরি। নারী কর্মীদের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষিত রেখে কাজের সুযোগ সম্প্রসারণের এই প্রয়াস ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যগুলোর জন্যও একটি মডেল হয়ে উঠতে পারে।

নাটকের গান পছন্দ নয়, তাই সটান প্রেক্ষালয় ত্যাগ

বিশেষ প্রতিবেদন।। দার্শনিক প্লেটোর মনে হয়েছিল, স্থির নক্ষত্রমণ্ডল আর অস্থির গ্রহদল নিয়ে তৈরি এই মহাবিশ্বলোক যেন এক সাঙ্গীতিক সুষমায় ভরা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের ''স্ট্রিং থিয়োরি'' অনুযায়ী, আমাদের এই বিশ্বলোকে রয়েছে অতি সূক্ষ্ম তার দিয়ে গড়া এক কেন্দ্রীয় বীণা। আর সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় বীণার সংযোগ চলেছে অজস্র কণার সৃষ্টি করা বিভিন্ন কম্পনে। সেই সংযোগের কথা অনুভব করেছেন কবি, দার্শনিকের দল। আর সুর তথা সঙ্গীত হল মানব-শরীরের সঙ্গে সমস্ত জগত অধিজগতের সেতু।

এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানার সুযোগ হয়নি বঙ্কিমচন্দ্রের। কিন্তু সঙ্গীত যে মানুষের জীবনের অমোঘ সঙ্গী, দুঃখের উপশম, প্রণয়ে- বিরহে- আনন্দে, রণ-সঙ্কেতে অনিবার্য তার ভূমিকা, সে কথা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা অজস্র নারীচরিত্রের মধ্যে বার বার এনেছেন। আর সেটা করেছেন তাঁর সমকালের রক্ষণশীল ভদ্রসমাজে নারীর জন্য এই কৃষ্টি নিষিদ্ধ জেনেও। এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী।

আশৈশব পারিবারিক সঙ্গীতচর্চার আবহে থাকা বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অসম্ভব সঙ্গীতপ্রিয়, বিশেষত রাগ-সঙ্গীতের অনুরাগী। ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকার না পেলেও ছাত্রসুলভ নিষ্ঠা নিয়ে কিছু কাল সঙ্গীতচর্চা করেছেন। সুন্দর হারমোনিয়াম বাজাতেন। লয়-তান জ্ঞান ছিল অসাধারণ। ত্রিশ বছর বয়সে বিষ্ণুপুর ঘরানার যদুভট্ট তানরাজের কাছে বঙ্কিম মাসে পঞ্চাশ টাকা, মতান্তরে সত্তর টাকা গুরুদক্ষিণার বিনিময়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রামণিক জীবনে, যেখানে যা গান-পদ ভাল লেগেছে, সংগ্রহ করেছেন। অভিজাত বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান, আবাল্য বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী গান, কীর্তন, বৈঠকী গান শুনেছেন। এরই পরিণতিতে তাঁর উপন্যাসের নায়িকারাও স্বভাব-গায়িকা অথবা তালিমপ্রাপ্ত সঙ্গীতগুণী। গানের ব্যাপারে নিজে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। এক বার কলকাতার এক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁর ''মৃণালিনী'' উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন কালে গিরিজায়া-রূপী কলাকুশলীর গাওয়া ''বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে'' গানটি বেসুরো মনে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে স্থানত্যাগ করেন।

বস্তুত, সঙ্গীতপ্রিয়তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে চালিত করেছে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা চরিত্রটিকে দরবারি সংস্কৃতিতে লালিত সুগায়িকা হিসেবে নির্মাণ করতে। বিমলা শিখেছে, বঙ্কিমের পছন্দ মতো রাগে নিবদ্ধ উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানি গান। সম্ভবত এটি উপন্যাসের প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। কারণ, প্রাচীন কালে রাজপরিবারে বা সম্ভ্রান্ত অবরোধে নৃত্য-গীতকে যে অনুশীলনযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হত, তা অনেক পরে ''সঙ্গীত'' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের জীবনকালে সাধারণত গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গীতচর্চায় নিষেধের গণ্ডি টানা ছিল। সমকালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মতো তাঁর পরিবারের কন্যা-বধূরা সঙ্গীতচর্চা করতেন কি না, সে তথ্য পাওয়া না গেলেও গৃহস্থ ঘরের নারীদের সঙ্গীতসাধনা সম্বন্ধে তাঁর খাঁটি এবং আন্তরিক অনুমোদন ছিল। ''সঙ্গীত'' (''বঙ্গদর্শন'', ১২৭৯) প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, ''যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যের জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীত-বিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার-রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যা দিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন।'' বঙ্কিম ওই প্রবন্ধে আরও যা লিখেছিলেন, তার সারকথা, ঘরের মেয়ে-বৌরা সঙ্গীতনিপুণা হলে ঘরে সুখ-আনন্দ উপচে পড়ে, সাঙ্গীতিক পরিবেশের অভাবে বাড়ির পুরুষ পতিতালয়গামী হয়! যে বঙ্কিমচন্দ্র ''বাঙ্গলার নব্য লেখকদের'' যশের জন্য না লিখে, মানুষের মঙ্গলের জন্য লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই তিনি মানুষের কল্যাণে তাঁর সাহিত্যে নারীর সঙ্গীতচর্চা বা সঙ্গীতকে বার বার হাজির করেছেন। বিশ্বাস করেছেন, শরীরের সুস্থতা এবং শুশ্রূষার জন্যও গানের প্রয়োজন। সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে অন্তঃপুরে বন্দি, ভদ্রঘরের নারীর জীবনে, বোষ্টমী-ভিখারিনি, বারাঙ্গনার জীবনেও। তাঁর উপন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহার কোনও প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, নারী-অন্তরের সহজ-স্বাভাবিক দাবিতে অথবা কাহিনির অভ্যন্তরের গোপন তথ্য উদ্ঘাটনের দায়েই তার প্রকাশ।

''কপালকুণ্ডলা'' উপন্যাসে স্বেচ্ছাচারিণী, যথেচ্ছ গমনে অভ্যস্ত মতিবিবিকে চরিত্রের প্রয়োজনে নৃত্য-গীতের পাঠ দিয়েছেন আগ্রায়। ''মৃণালিনী'' উপন্যাসে অশেষ সঙ্গীতপ্রিয় বঙ্কিমের নায়িকা মৃণালিনী মূলত গানের মুগ্ধ শ্রোতা আর সারা ক্ষণ গান গায় এক সঙ্গীতনিষ্ঠ ভিখারিনি গিরিজায়া। এলিটিস্ট ধ্রুপদী গান নয়, প্রাচীন পদাবলি, কীর্তন, তান-আলাপ বর্জিত বাংলার গ্রামীণ লোকগীতি। উপন্যাসে দশটি গানই গেয়েছে গিরিজায়া। আর স্বামী-পরিত্যক্তা বিরহতাপিত গৃহস্থ-কন্যা মৃণালিনীর কণ্ঠে মাত্র দু'টি গান। শরীর ও মনের শক্তি জোগায় সুর, এ তথ্য এখন আধুনিক বিজ্ঞান-মান্য। যুগের তুলনায় এগিয়ে থাকা বঙ্কিমের মনেও কি এমন ভাবনা ছিল না? ষোলো বছর বয়সে ব্রজবুলি ভাষায় ''ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'' রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর অনেক আগেই বঙ্কিম ''মৃণালিনী''-তে ব্রজবুলি ভাষায় গান লিখেছিলেন বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞদের মতে, জয়জয়ন্তী রাগে ''মথুরাবাসিনি মধুরহাসিনি শ্যামবিলাসিনি রে'' গানটিতে ব্রজবুলি ভাষার ছায়া রয়েছে। এ উপন্যাসের ''সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে'' গানটিতে সুরারোপ করেন রবীন্দ্রনাথের ভাগনি, সঙ্গীতজ্ঞা সরলাদেবী চৌধুরাণী। সরলাদেবী ''জীবনের ঝরাপাতা'' বইতে লিখেছেন, ''এমন দিন ছিল যখন এই বাঙায় ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, যখন নিজের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল।'' সরলার জন্ম ১৮৭২-এ, যখন বঙ্কিম তাঁর ''সঙ্গীত'' বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধে বঙ্কিম যতই লিখুন, ''বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন,'' নিজের লেখা উপন্যাসে সাহস করে সেই ভাবনার প্রয়োগ সব সময় করতে পারেননি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ্যে গৃহস্থ ঘরের কন্যা বা বধূদের গান গাইতে দেখাতে পারেননি তিনি। বাস্তবে তখন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে গান গাইত বৈষ্ণবী, ভিখারিনি অথবা ''কুলটা'' নারীরা। তাই ''বিষবৃক্ষ'' উপন্যাসে সূর্যমুখী, কমলমণি, কুন্দরা গান শুনতে ভালবাসলেও গান গায় না। তাদের সঙ্গীততৃষ্ণা মেটাত অন্দরমহলে অথবা বাসরঘরে মহিলা মজলিশের গান, হরিদাসী বোষ্টমীর গাওয়া অগভীর, এক বিশেষ যুগের কবিগান। পুরনারীদের সঙ্গীতরুচি ছিল। হরিদাসীর গাওয়া গান, ''কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল'' শুনে সূর্যমুখী বলেছে, '' ও সব গান আমার ভাল লাগেনা, গৃহস্থবাড়ির গান গাও।''

উপন্যাসের চরিত্রের ক্রমপরিচয় দেওয়ার তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্র জাল-বৈষ্ণবীর গলায় প্রথমে উঁচু দরের কীর্তনাঙ্গের গান, পরে টপ ও সব শেষে বাগানবাড়ির গান বসিয়েছেন। বালবিধবা গৃহপরিচারিকা হীরাকেও সুপ্ত বাসনার প্রকাশের দায়ে খেমটা-গান গাইয়েছেন। চিত্তবিনোদন অথবা গুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও, গান নারীর দুঃখ-লাঞ্ছিত জীবনে উপশম হয়ে উঠেছে। তার প্রমাণ ''ইন্দিরা'' উপন্যাসের গৃহস্থ ঘরের বধূ ইন্দিরা। সে নিজে গান করে না, কিন্তু জীবনে ঘোরতর দুর্যোগের সামনে দাঁড়িয়েও মনে করতে পেরেছে বাল্যে শোনা একটি প্রাচীন গান। দু'টি বালিকার কণ্ঠে মিষ্টি, সরল ভাষায় ''মল বাজানোর গান'' বা ''জোয়ারের জলের গান'' শুনে দস্যুদের কাছে সর্বস্বান্ত হওয়া স্বামী-বিচ্ছিন্না ভরা যুবতী ইন্দিরার মন শান্ত হয়েছে।

''কৃষ্ণকান্তের উইল''-এ গৃহবধূ ভ্রমর গান করে না। করে ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়া কুলটা বিধবা পল্লিবালা রোহিণী। কুলটা বিধবার সঙ্গীতশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক বিধি বিচ্যুতির ভয় পাননি। এখানেই এক জন লেখকের ধর্মসঙ্কট।

কুলবধূদের মুখে প্রথমে সঙ্গীত না শোনালেও ''চন্দ্রশেখর'' উপন্যাসে বঙ্কিম কিছুটা শিথিল। অন্ধকার রাতে পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে গৃহস্থ-কন্যা শৈবলিনী, সই সুন্দরীকে বলে, ''চুপি চুপি, একটা গান গা না ভাই।'' সুন্দরী বলে, ''দূর হ পাপ। ঘরে চল।'' অর্থাতগৃহস্থ-নারীকে চুপি চুপি গান গাইতে হয়, না হলে সে পাপীয়সী। ঝুমুর গানের ঢঙে সে গেয়েছে রসের গান, ''ঘরে যাবনা লো সই/ আমার মদনমোহন আসছে ওই।'' আদিরসের হালকা গান শৈবলিনীর মুখে বসিয়ে বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন চরিত্রটির তারল্য। উদাসীন স্বামীর সান্নিধ্যে তার তৃষ্ণার্ত মন, অবদমিত শরীর কোন এক না-দেখা মদনমোহনের প্রতীক্ষায় ক্লান্তিহীন। গান ও নাচ প্রসঙ্গে এই উপন্যাসে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন, ''সে যুগে নৃত্য গীত গণিকাদের সংস্কৃতি এবং জীবন ধারণের উপায়, কুলরমণীদের জীবনচর্যায় এই সূক্ষ্ম শিল্পের স্থান নেই, বরং তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়।'' তাই বুঝি হিন্দু নারী শৈবলিনীকে অন্ধকার রাতে জলাশয়ের মধ্যে অথবা এক বিশেষ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গান গাওয়ালেন! অথচ এই একই উপন্যাসে নবাব মীরকাশেমের স্ত্রী দলনী বেগমকে মুঙ্গেরের দুর্গে বীণা বাজিয়ে গান করার অনুমতি দিলেন।

''রাজসিংহ'' উপন্যাসে এক দিকে হিন্দু রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী স্থানিক বৈশিষ্ট্য মেনে হিন্দি গানের মাধ্যমে মনের কথা বলেছে, অন্য দিকে দুই ভিন্ন নারীর ঈর্ষা-কলহের কেন্দ্রে অবস্থান করছে সঙ্গীত। ঔরঙ্গজেব কন্যা জেবউন্নিসার আকুল প্রণয়প্রার্থী মবারকের উপেক্ষিত স্ত্রী ছিলেন সুকণ্ঠী-সঙ্গীতজ্ঞা দরিয়া বেগম। দরিদ্র দরিয়া-বিবিকে প্রতিনিয়ত ঈর্ষা করে সঙ্গীতশাস্ত্রে অধিকারহীন জেবউন্নিসা।

পরে ভদ্র নারী-চরিত্রের অনেকের কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ''আনন্দমঠ''-এর শান্তি দেশব্রতী স্বামীর অভিসারে বেরিয়ে গানকে সঙ্গী করেছে, কখনও গেয়েছে জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্র। স্বামীর রণ-সঙ্গিনী হয়ে আনন্দে একযোগে গেয়েছে ''এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে''। ''দেবী চৌধুরাণী''-তে প্রফুল্লরূপী দেবী চৌধুরাণী রাগসঙ্গীতে দীক্ষিত। অজস্র রাগ-রাগিনীতে বীণা বাদনে দক্ষ সরস্বতী-স্বরূপিণী। কিন্তু তার কণ্ঠে কোনও গীতাভাস লেখক রাখেননি। দৃপ্ত রানির খোলসের আড়ালে স্বামী-সঙ্গ বঞ্চিত হতভাগ্য নারীটি বীণার মিড়-মূর্ছনায় তার প্রেম-কাঙাল হৃদয়টি প্রকাশ করেছে ভাষাহীন সঙ্গীতে। শেষ উপন্যাস ''সীতারাম''। সেখানেও সঙ্গীতপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র ভয়ঙ্কর এক রণমুহূর্তে জ্ঞান ও ভক্তিরূপী জয়ন্তী ও শ্রী-র কণ্ঠে দিয়েছেন সুরে সমৃদ্ধ এক মহাগীতি।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, তেমনই সাহিত্যেও সমাজের অহেতুক রুদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সাহস লাগে এক জন লেখকের। কিন্তু হৃদয় দিয়ে তিনি যা অনুভব করেন, নিজস্ব জীবনযাপনে অথবা মেধাচর্চায় তার কিছু তো চিহ্ন থাকবেই। উনিশ শতকের সাহিত্যে নারীকণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুগের রক্ষণশীল সমাজকে অনেকাংশে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর মতো মানুষ কি আর সমাজের কাছে নিজের মেধাবী রসজ্ঞ হৃদয়কে পুরোপুরি গচ্ছিত রাখতে পারেন?

'লিটল বয়' ও 'ফ্যাটম্যান' দুটো পরমাণু বোমা এক মুহূর্তে দুটো শহরকে ধ্বংস করে দিল

প্রদীপ মারিক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা শহরে ফেলা হয় বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা। তখনও ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি হিরোসিমার মানুষ। সকাল ৮টা বেজে ১৫ মিনিট। হঠাৎই দানবের মতো হিরোসিমার আকাশে উদয় হল মার্কিন বি টুয়েন্টিনাইন বোমারু বিমান 'এনোলা গে'। কল্পতরু আগুনমুখো ড্রাগনের মতো সেখান থেকে হিরোসিমার একটি হাসপাতালের এক হাজার নশো ফুট ওপর বিস্ফোরিত হয় বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা 'লিটল বয়'। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরমাণু বোমার বিষাক্ত ছোবলে মারা হেল আশি হাজারের মতো মানুষ। আহত হল আরও পঁয়ত্রিশ হাজার। ঘুমের মধ্যে মারা গেল নারী, শিশু,বৃদ্ধ, যুবা। মাটির সঙ্গে মিশে গেল বেশির ভাগ দালান কোঠা। হাসপাতালগুলিতে আহতদের চিকিৎসার জন্য বেঁচে রইল অল্পসংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স। মুহূর্তের মধ্যে যেন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল ছবির মতো সুন্দর জাপানের ছোট্ট শহর হিরোশিমা। কিছুক্ষণ আগে থেকেই মাঝে মাঝে বোমাবর্ষণ হচ্ছিল হিরোশিমায়। ৬ আগস্টের সকালে তাই শহর পরিষ্কার করতে নেমেছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা। কলেজের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক পালিয়ে উঠেছিলেন হিরোসিমার পাশের হিকিয়াম পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখা তাঁর বর্ণনা, 'সিদিন দেখলাম হিরোশিমার কিছুই নেই, হিরোশিমা শহরটাই আর নেই। এরপর আমি অবশ্যই মর্মান্তিক দৃশ্য অনেক দেখেছি, কিন্তু সেদিনের স্তম্ভিত করে দেওয়া দৃশ্যের যে অভিজ্ঞতা তা প্রকাশ করা অসম্ভব।' হিরোশিমার উপরে ফেলা ন'হাজার পাউন্ডের দশ ফুট দীর্ঘ আঠাশ ইঞ্চি ব্যাসের ইউরেনিয়াম ২৩৫-এ তৈরি বোমাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'লিটল বয়'। আর নাগাসাকির উপর ফেলা দশ হাজার দুশো তেরো পাউন্ড ওজনের ১০.৭ ফুট দীর্ঘ ও পাঁচ ফুঁট ব্যাসের প্লুটোনিয়ামের বোমাটির নাম ছিল 'ফ্যাট ম্যান'। বাংলার অনুবাদ করলে আদুরে নাম 'ছোটকু' ও 'মোটকু'। 'লিটল বয়' বহনকারী বিমানের নাম রাখা হয়েছিল তার পাইলট কর্নেল পল টিব্রেটস-এর মা 'এনলো গে'র নামে। ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্দো মরু অঞ্চলে ট্রিনিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্ব ছিল রবার্ট

ওপেনহাইমারের হাতে। সভ্যতা ও মানবিকতার উপরে এই বীভৎসতম আক্রমণের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল নেহাত সন্দেহের বশেই। সন্দেহটি ছিল, হিটলারের জার্মানিতে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে গবেষণা চলছে। নাৎসি আগ্রাসনে অনেক ইহুদি বিজ্ঞানী তখন আশ্রয় নিয়েছেন আমেরিকায়। তার মধ্যে ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, নিলস বোর, লিও ঝালার্ডও। প্রধানত তাঁদের উদ্যোগে পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য মার্কিন সরকারকে চিঠি লেখা হয়। সেই চিঠিতেই সই করেন আইনস্টাইনও। এর জন্য 'ম্যানহাটন প্রকল্প'। এই প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ছিল 'ট্রিনিটি টেস্ট। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালেই আমেরিকা জেনে যায় জার্মানির কাছ কোনও পরমাণু বোমা নেই। আইনস্টাইন ও ঝালার্ড তখন পারমাণবিক বোমার ব্যবহার থেকে আমেরিকাকে নিবৃত্ত করতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রুজভেল্ট মারা গেলেন ১৯৪৫-এর ১২ এপ্রিল। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন ট্রুম্যান। পরমাণু বোমা নিক্ষেপ পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম হামলা হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই হামলায় চোখের পলকে জাপানের দু'টি শহর মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। হামলায় দিশেহারা হয়ে পরাজয় বরণ করে জাপান, জার্মানি ও ইতালির অক্ষশক্তি। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তারা মিত্রশক্তির কাছে। সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও। হিরোসিমায় পরমাণু বিস্ফোরণই হল যুদ্ধের প্রথম হিংস্র মানবতার শিকার। গুঁড়িয়ে দেয় সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৫-এর আগস্টের ৬ তারিখে জাপানের হিরোসিমা নগরীতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে যে ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তা বারে বারে আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল পারমাণবিক বোমা। জাপানের আসাহি শিমবুনের এক হিসাবে বলা হয়েছে, বোমার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মারাত্মক শারীরিক সমস্যার কারণে দুই শহরে চার লাখের মতো মানুষ মারা যায়। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিরীহ নাগরিক। নিরীহ, ঘুমন্ত অসহায় শিশু, নারী, পুরুষ, বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা ছাড়া কয়েক লাখ মানুষ চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করে। পরমাণু বোমা হামলার পরের ফলাফলটিও জাপানের মানুষদের জন্য যথেষ্ট করুণ পরিণতি নিয়ে এসেছিল। দু'টি শহরের নব্বই শতাংশ ধ্বংস হয়ে যায় এই হামলার শিকার হয়ে। হাজার হাজার লোক আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পঙ্গু ও অসুস্থ জীবনযাপন করে চলেছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে মামার গিয়েছিলেন। যাঁরা বেঁচেছিলেন, বেঁচে থেকেও যেন তাঁরা ছিলেন জীবন্মৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির জাপানিদের পরাজিত করার মতো যৌক্তিক কী কারণ থাকতে পারে যার জন্য পারমাণবিক বোমা ফেলে একটি দেশের লাখ লাখ নিরাপরাধ বেসামরিক লোককে হত্যা করা? কোনও যুক্তিতেই বোমা নিক্ষেপ গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে পড়ে না। তাই মানবতা বা সভ্যতার ইতিহাসে হিরোসিমা হামলা কলঙ্ক হিসেবেই বিবেচিত হবে চিরকাল। আর এই দিনটি উপলক্ষ্যে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয় বিশ্বের শান্তিকামী মানুষরা। ৯ আগস্ট, ঐতিহাসিক নাগাসাকি দিবস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকালে জাপানের হিরোসিমা শহরে 'লিটল বয়' এবং ৯ আগসট নাগাসাকি শহরে 'ফ্যাটম্যান' নামে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে সারা বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আমেরিকার এই চরম নিষ্ঠুরতা দেখে যেন মুহূর্তের মধ্যে থমকে গিয়েছিল গোটা পৃথিবী। কিন্তু এত ধ্বংসযজ্ঞ, রক্তপাত, পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য কখনও অনুতাপ করেননি। জাপান আত্মসমর্পণের পিছনে এই বোমাবর্ষণের ভূমিকা এবং এর প্রতিক্রিয়া ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে অধিকাংশের ধারণা এই বোমাবর্ষণের ফলে যুদ্ধ অনেক মাস আগেই সমাপ্ত হয়, যার ফলে পূর্ব-পরিকল্পিত জাপান আক্রমণ সংঘটিত হলে উভয় পক্ষের যে বিপুল প্রাণহাণি হত, তা আর বাস্তবে ঘটেনি। অন্যদিকে জাপানের সাধারণ জনগণ মনে করে এই বোমাবর্ষণ অপ্রয়োজনীয় ছিল, কেননা জাপানের বেসামরিক যুদ্ধ থামানোর জন্য গোপনে কাজ করে যাচ্ছিল। আমেরিকা কতটা হিংস্র যে হিরোসিমার ওপর বোমা বিস্ফোরণ করেও ক্ষান্ত হল না। পরমাণুর বীভৎসতা উপলব্ধি করেও আবার নাগাসাকি শহরের ওপর বোমা বিস্ফোরণ করল। হিরোসিমার যে স্থানের ওপর পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ হয়েছিল তার কাছেই হিরোশিমা প্রিফেকচারাল শিল্প উন্নয়ন ভবন। ভবনের মূল অংশ সহ অধিকাংশ এত বড় বিস্ফোরণেও অক্ষত থেকে গেছে। জাপানের মানুষরা এই গম্বুজকে সেনবাকু গম্বুজ বলে ডাকে, যার অর্থ পারমাণবিক গম্বুজ। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে হিরোসিমা পিস মেমোরিয়াল আমেরিকার আপত্তি সত্ত্বেও ইউনেস্কো ১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে যা বিশ্ব শান্তির বার্তাই বহন করে চলেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় যুব সংস্থা ক্লাবের উদ্যোগে খুঁটি পূজার আয়োজন করা হয়।

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক: ট্রাম্পের শুল্ক এবং রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে মোদির সরকার

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২৫ শুল্ক আরোপ এবং রাশিয়া সঙ্গে বাণিজ্য অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে সতর্কতার মধ্যে, ভারত সরকার শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, একদিকে যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্ক আরোপ এবং রাশিয়া সম্পর্কের বিষয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন, সেখানে তিনি দেশবাসীকে 'স্বদেশি' পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি তার সরকারের স্থানীয় উৎপাদন ও ভোগ ব্যবহারে জোর দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, যা তার দীর্ঘকালীন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিবেচিত।

শনিবার, উত্তর প্রদেশে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "বিশ্ব অর্থনীতি অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এর প্রভাব আমাদের উপর পড়বে। তবে আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে, আমরা যা কিছু কিনব, তার একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিতএগুলো ভারতীয় শ্রমে তৈরি।"

মোদি তার বক্তৃতায় এইও বলেন, "বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা চলছে, যার কারণে আমাদের নিজেদের পণ্য কেনা এবং দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তার এই বার্তা স্পষ্টভাবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে, যেখানে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং ভারতের ছোট শিল্প ও কৃষকদের সহায়তা করা হবে। তিনি আরও যোগ করেন, 'আমাদের কৃষক, ছোট শিল্প এবং যুবকদের কর্মসংস্থান নিরাপদ করতে হবে।'

যদিও যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে, তবুও ভারত সরকার এখনও তার অবস্থানে অটল রয়েছে। ব্লুমবার্গের খবরে বলা হয়েছে, ভারত সরকার এখনও রাশিয়া থেকে তেল ক্রয় বন্ধ করার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ভারতীয় রিফাইনারি গুলোকে তাদের তেল সরবরাহের উৎস বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে, যদিও ট্রাম্প প্রশাসন পরোক্ষভাবে এর বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে।

ভারত রাশিয়া থেকে তেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশাল প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে, যেখানে রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কেনার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তেল আমদানি করছে রাশিয়া থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধের সমর্থন হিসেবে দেখছে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতীয় রিফাইনারি গুলোর জন্য রাশিয়া থেকে তেল কেনা সস্তা হওয়া সত্ত্বেও এটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভারতকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তারা রাশিয়া থেকে তেল ক্রয় অব্যাহত রেখেছে এবং এর ফলে ইউক্রেনের যুদ্ধের অর্থায়নে অবদান রাখছে। ট্রাম্প প্রশাসনের উপ-প্রধানমন্ত্রীর স্টিফেন মিলার সম্প্রতি বলেছেন, "ভারতকে বাস্তববাদী হতে হবে। তারা যদি এই যুদ্ধের অর্থায়নে অংশ নেয়, তবে এর পরিণতি হতে পারে।" মিলার আরও যোগ করেছেন, "আমরা ভারতকে একদিন আমাদের শক্তিশালী বন্ধু হিসেবে দেখেছি, তবে এখন তারা রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। আমাদের উচিত তাদের এ বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করা।"

তিনি উল্লেখ করেন, "যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, এবং আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত আছি, যাতে এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়।"

এটি একটি বড় কূটনৈতিক পরিবর্তন, কারণ যুক্তরাষ্ট্র আগে ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখেছিল। দীর্ঘদিন ধরে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক উষ্ণ ছিল এবং ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করতো। তবে, ট্রাম্প প্রশাসন এখন রাশিয়ার উপর চাপ তৈরি করার জন্য ভারতের এই সম্পর্ককে সমালোচনা করছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। তবে ভারতের সরকার তার নিজস্ব আঞ্চলিক এবং বৈদেশিক নীতির অধীনে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের চাপের বাইরে।

ভারত সরকার তার দীর্ঘদিনের রাশিয়া সম্পর্ককে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে, এবং সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচার করা উচিত। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারতের রাশিয়া সম্পর্ক একটি সময়-পরীক্ষিত অংশীদারিত্ব। আমরা আমাদের সম্পর্কগুলো স্বাধীনভাবে বিবেচনা করি এবং কোনো অন্য দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মূল্যায়ন করা উচিত নয়।"

ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বাণিজ্য আলোচনা এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সত্ত্বেও, ভারতের রাশিয়া সম্পর্ক এবং তেলের ক্রয় নিয়ে আলোচনা তীব্রতর হতে পারে। তবে, ভারতের অবস্থান স্পষ্টদেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা তাদের প্রথম অগ্রাধিকার, এবং এতে তারা কোনো ধরনের আপোষ করতে প্রস্তুত নয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ভবিষ্যত অনিশ্চিত, বিশেষত রাশিয়া থেকে তেল ক্রয় এবং শুল্ক নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। তবে, ভারত তার আঞ্চলিক স্বার্থ এবং বৈদেশিক নীতি বজায় রেখে চলবে, এবং এ পরিস্থিতিতে শীঘ্রই ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা আরও তীব্র হবে।

দিল্লির চাণক্যপুরীতে প্রাতঃভ্রমণে কংগ্রেস সাংসদ সুধা রামাকৃষ্ণনের চেইন ছিনতাই, পুলিশে অভিযোগ দায়ের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট : দিল্লির কূটনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টিত এলাকা চাণক্যপুরীতে প্রাতঃভ্রমণের সময় কংগ্রেস সাংসদ সুধা রামাকৃষ্ণনের সোনার চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তামিলনাড়ুর ময়িলাদুথুরাই থেকে নির্বাচিত এই সাংসদ সোমবার দিল্লি পুলিশের কাছে ওই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি সকাল ৬টা ১৫ থেকে ৬টা ২০-র মধ্যে পোল্যান্ড দূতাবাসের গেট-৩ এবং গেট-৪-এর মাঝামাঝি এলাকায় ঘটেছে। সুধা রামাকৃষ্ণন জানান, তিনি তখন ডিএমকের সাংসদ রাজাথির সঙ্গে হাঁটছিলেন।

এক্স-এ দেওয়া বিবৃতিতে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ হেলমেট পরে স্কুটি চালিয়ে আমাদের উল্টো দিক থেকে আসে। আমি বুঝতেই পারিনি সে ছিনতাইকারী হতে পারে। হঠাৎই সে আমার গলায় থাকা সোনার চেইন টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, ছিনতাইয়ের সময় গলায় আঘাত পান তিনি এবং ধাক্কায় তাঁর চুড়িদারও ছিঁড়ে যায়। আমি কোনওরকমে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে সামলে নিই এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জন সাহায্যের জন্য চিৎকার করি, বলেন তিনি। পরবর্তীতে তাঁরা একটি মোবাইল পেট্রোল ভ্যান দেখতে পেয়ে ঘটনার কথা জানিয়ে দেন দিল্লি পুলিশকে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সুধা রামাকৃষ্ণন লেখেন, এই ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একজন সংসদ সদস্য তাও আবার নারী দিল্লির সবচেয়ে নিরাপত্তা-বেষ্টিত অঞ্চলে যদি নিরাপদে হাঁটতে না পারেন, তাহলে সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা কোথায়? তিনি আরও বলেন, আমার গলায় আঘাত লেগেছে। চার ভরি ওজনের সোনার চেইন ছিনতাই হয়েছে এবং আমি মানসিকভাবে খুব আঘাত পেয়েছি। দয়া করে অবিলম্বে দোষীকে চিহ্নিত করে আমার চেইন উদ্ধার এবং সুবিচার নিশ্চিত করুন।

চাণক্যপুরীর মতো উচ্চ-নিরাপত্তা অঞ্চলে এমন একটি ঘটনা, তাও একজন বর্তমান সাংসদের সঙ্গে, দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলেই জানা গিয়েছে।

নাগপুরে সেনা কর্মকর্তার গাড়ির ধাক্কায় আহত ৩০, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা

নাগপুর, ৪ আগস্ট : মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হলো স্থানীয়রা। রবিবার সন্ধ্যায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ জন পথচারীকে ধাক্কা দেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা। এরপর উত্তেজিত জনতা তাকে রাস্তায় টেনে নামিয়ে মারধর করে। পরে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

জানা গেছে, অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তার নাম হর্ষপাল মহাদেব ওয়াঘমারে (৪০)। তিনি আসামে কর্মরত এবং চার দিনের ছুটিতে মহারাষ্ট্র এসেছিলেন। ঘটনার সময় তিনি নাগরধান এলাকার দুর্গা চৌক হয়ে হামলাপুরির দিকে যাচ্ছিলেন। রাত আনুমানিক ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীদের উপর গাড়ি তুলে দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ওয়াঘমারে অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আচমকাই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীদের ধাক্কা দেন। ধাক্কা মারার পর গাড়িটি উল্টে গিয়ে পাশের একটি ড্রেনে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা গাড়ি থেকে ওয়াঘমারেকে টেনে বের করে এনে মারধর করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, রক্তাক্ত মুখে ওয়াঘমারে জনতার রোষ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে রামটেক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা ওয়াঘমারেকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওয়াঘমারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এয়ার ইন্ডিয়া ভুবনেশ্বর-দিল্লি ফ্লাইট বাতিল, কেবিনে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে যাত্রীদের অস্বস্তি

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট : প্রতিষ্ঠানটির এক বিবৃতির মাধ্যমে জানা গেছে, এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ রবিবার একটি দিল্লি-বাউন্ড ফ্লাইট বাতিল করেছে, যার কারণ হিসেবে তারা 'কেবিনে উচ্চ তাপমাত্রা' উল্লেখ করেছে। ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইট এআই৫০০, যে সময়টিতে যাত্রীদের সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তার আগেই এই প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বাতিল করা হয়। তবে, এই ফ্লাইটের যাত্রী সংখ্যা, বিমানের ধরন বা ফ্লাইটের নির্ধারিত উড়ান সময় সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়নি।

ফ্লাইটটি বাতিল হওয়ার পর, এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, তাদের ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর টিম উক্ত যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যাতে তারা তাদের গন্তব্য দিল্লিতে পৌঁছাতে পারেন। "আমরা এই অস্বস্তির জন্য দুঃখিত এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি," বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের জানানো তথ্য অনুযায়ী, ফ্লাইট এআই৫০০-এর জন্য যে বিমানটি ব্যবহার করার কথা ছিল, তা ছিল একটি এয়ারবাস এ৩২১। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, এই ফ্লাইটটি ১২:৩৫ ঞ্চঞ্চ-এ ভুবনেশ্বর থেকে উড়ার কথা ছিল এবং দিল্লি পৌঁছানোর সময় ছিল ২:৫৫ ঞ্চঞ্চ। তবে, বিমানের কেবিনে তাপমাত্রার সমস্যা হওয়ায় তা বাতিল করা হয়।

এটি ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য একই দিনে দ্বিতীয় ত্রুটির ঘটনা। এর আগে, এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ জানায় যে, সিঙ্গাপুর থেকে চেন্নাই যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইট এ৩৪৯-ও বাতিল করা হয়েছে। এই ফ্লাইটটি বাতিল হওয়ার কারণ ছিল একটি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হওয়া। ফলে, ফ্লাইটের যাত্রীরা সঠিক সময়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি।

এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের এই ধরনের একাধিক ঘটনা সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষত, গত সপ্তাহে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক এয়ার ইন্ডিয়া সংক্রান্ত একটি নিরীক্ষায় প্রায় ১০০টি লঙ্ঘন এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণ শনাক্ত করা হয়, যার মধ্যে কিছু ছিল অত্যন্ত গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি। জানা গেছে, এসব লঙ্ঘনের মধ্যে ৭টি লেভেল-১ লঙ্ঘন ছিল, যা তৎকালীন নিরাপত্তা ঝুঁকির আওতায় পড়েছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনের জন্য এয়ারলাইনের কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছিল।

এর আগে, গত জুন মাসে, এয়ার ইন্ডিয়া-এর একটি বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমান লন্ডন গ্যাটউইক থেকে উড়ানের কিছু মিনিটের মধ্যেই একটি মেডিকেল কলেজের উপর বিধ্বস্ত হয়ে ২৪১ জন যাত্রী এবং ১৯ জন ভূ-স্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনার পর, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উড়োজাহাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়, বিশেষত এয়ার ইন্ডিয়ার অবস্থা নিয়ে।

এদিকে, সম্প্রতি ভারতের একটি অনলাইন প্যান-ইন্ডিয়া জরিপে দেখা গেছে যে, ৭৬ শতাংশ মানুষ মনে করেন, দেশের বেশিরভাগ এয়ারলাইন নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দেয় প্রচার বা বিজ্ঞাপনে। লোকালসার্কেলস নামক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের করা এই জরিপে ৬৪ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা গত তিন বছরে অন্তত একবার এমন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন যা ছিল দৃঢ় অবতরণ, ওঠানামা বা বিমানে চলমান কোন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি।

এয়ার ইন্ডিয়ার প্রতি এই ধরনের অভিযোগ এবং ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় উড়োজাহাজ নিরাপত্তা প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত, একটি প্রাথমিক ধারণা উঠে এসেছে যে, অনেক ভারতীয় এয়ারলাইন্স নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে তাদের প্রচার ও বিজ্ঞাপনে বেশি ব্যয় করছে, যার কারণে সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাত্রী নিরাপত্তা সমস্যাগুলির উপর যথাযথ নজর দেওয়া হচ্ছে না। এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যদি তাদের বিমানের কেবিনে তাপমাত্রার মতো প্রযুক্তিগত সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে না পারে, তাহলে এ ধরনের ঘটনা যাত্রীদের মধ্যে আরও ক্ষোভ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি, নিরাপত্তা নজরদারির মধ্যে আরো মনোযোগ দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপক পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা খুবই স্পষ্ট এবং এয়ার ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষের পক্ষে এটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা জরুরি।

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রী নলিন লবনা (৪৫) পিতা মৃত নারায়ন লবণী সাং- আগরতলা, গান্ধীগ্রাম, থানা
এয়ারপোর্ট পিএস। গত ১৭.০৬.২০২৪ ইং তারিখে কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে জম্মু এবং কাশ্মীর এর উদেশে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা:- বয়স ৪৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চ, গায়ের রং-ফর্সা, পরনে-বিএসএফ ড্রেস। ফটিকরয় থানার জি. ডি. ই নাম্বার ৩২ তারিখ
২৭।০৭।২০২৫
উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।
যোগাযোগের ঠিকানা:-
১। এস পি উনকোটি কৈলাশহর ফোন নং — ০৩৮২৪-২২২৩৯২
২। এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং — ৯৭৭৪৩৩৯৮৫৯
৩। ও সি ফটিকরয় থানা ফোন নং - ৭০০৫৫৪৩৪৯৫
ICA/D-693/25

PNIe-T NO: 73/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 31/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from Reputed Resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre in Tripura for the following work:-
Name of work: Providing, installation and commissioning of Cold Storage for storing Vaccines of ARDD at Ambassa Dhalai during the year 2025-26.
1. DNIeT No: 45/EE/DNIET/MECH.DIVN/AGT/2025-26
1. Estimated Cost: Rs 11,29,846.00
2. Earnest Money: Rs 22,597.00
3. Bid Fee : Rs 1,000.00
4. Period for completion: 120(one hundred twenty) days
5. Last date & time for online Bidding: 11/08/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA-C- 1729/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD, Agartala

MEMORENDUM
The work invited vide PNIeI No:-05/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 and DNIeT NO:-01/EE/WRD- IV/BIN/2025-26. DNIeT NO:-02/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 DNIeI NO:-03/EE/WRD-IV/BLN/2025-26, DNIeT NO:-04/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 and DNIeI NO: 07/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 circulated vide Memo No.F.8(22)/EE/WRD IV/BLN/PNIeI-05/1440-1488. Dated. Belonia the 09/06/2025 is hereby cancelled due to administrative reason.
ICA-C-1736/25

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

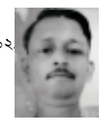

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-12/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.01.08.2025.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 11/08/2025 for 03(Three) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1438/25

Sd/Illegible Executive Engineer R.D. Teliamura Division Teliamura, Khowai Tripura

বিজ্ঞপ্তি

খোয়াই পুর পরিষদের মালিকানাধীন নিম্নলিখিত পুকুর / জলাশয়গুলির ইজারা সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে ইজারার মেয়াদ কাল মোট ৩৬ (ছয়ত্রিশ) মাস বা ৩ (তিন) বছর। পুকুর জলাশয় গুলির বিবরন, আমানতের পরিমান এবং নূন্যতম ডাকের হার নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	পুকুরের নাম	আমানতের পরিমাণ	ন্যূনতম ইজারা মূল্য ৩৬ (ছত্রিশ) মাস বা ৩ (তিন) বছরের জন্য)	৩৬(ছত্রিশ) মাস বা ৩ (তিন) বছরের দরদাতার প্রস্তাব দর
১.	[illegible] সংলগ্ন পুকুর (১.৮ কানি)	১৩,৮০০/ ([illegible])	১৩৮,০০০/ ([illegible])	দর .... (............)
২.	[illegible] পুকুর ([illegible] কানি)	১৮,৯৭৫/ ([illegible])	১,৮৯,৭৫০/ [illegible]	দর .... (............)
৩.	[illegible] সংলগ্ন পুকুর (৩.১৪ কানি)	২৯,৩২৫/ ([illegible])	২,৯৩,২৫০/ [illegible]	দর .... (............)
৪.	[illegible] ([illegible] কানি)	৩৬,৮০০/ ([illegible])	৩,৬৮,০০০ ([illegible])	দর .... (............)

ইচ্ছুক দরপত্র দানকারীগণ মূখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, খোয়াই পুর পরিষদ বরাবর আবেদন করিতে হইবে। আগামী ১২-০৮--২০২৫ ইং তারিখ পর্যন্ত শুধুমাত্র অফিস চলাকালিন সময়ে প্রতিদিন বিকাল ৩ (তিন) ঘটিকার মধ্যে আবেদন পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। আবেদন পত্রের সঙ্গে মং ৫০০ (পাঁচশত) টাকা নগদ জমা দিতে হইবে যাহা ফেরৎ যোগ্য নয়। পূরণ করা দরপত্র আগামী ১২-০৮-২০২৫
ইং তারিখ শুধুমাত্র অফিস চলাকালিন সময়ে বিকাল ৩ (তিন) ঘটিকার মধ্যে খোয়াই পুর পরিষদের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট বাক্সে (Tender Box) জমা দিতে হইবে।
দরপত্র খোলার তারিখ ১২-০৮-২০২৫ ইং বিকাল ৪ (চার) ঘটিকায় (যদি সম্ভব হয়)। দরপত্র দানকারীদের উপস্থিতিতে মূখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক দরপত্র খুলিবেন।
কোন প্রকার ত্রুটিযুক্ত দরপত্রের ফর্ম বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে না। পুর কর্তৃপক্ষ সংগত কারণে ইচ্ছা করিলে কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন একটি বা সমস্ত দরপত্র সমূহ বাতিল করিতে পারিবেন।
ICA/C-1723/25

উপ: মূখ্য কার্যনির্বাহী সমধিকারিক
খোয়াই পুর পরিষদ

সোমবার আগরতলায় ওষুধ বিতরণী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দেহের মৃত কোষ সরিয়ে ফেলবে আবার রোমের ঘনত্ব কমিয়ে আনবে

কেতাদুরস্থ পশ্চিমী পোশাক পরতে ভালবাসেন। কিন্তু দেহের অবাঞ্ছিত রোম এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের জন্য তা পরার সাহস দেখাতে পারেন না। রোম পরিষ্কার করার জন্যে নিয়মিত ওয়াক্স করাতে হয়। আর ত্বকের জেল্লা ফেরাতে নিয়মিত স্ক্রাব। কিন্তু মুশকিল হল, ব্যস্ত রুটিন থেকে সময় বার করে এত কিছু করাবেন যে সে সময় কোথায়!

আচ্ছা, এমন কিছু কি রয়েছে যা গায়ে ঘষলে মরা কোষও উঠে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে? যাঁরা রূপচর্চা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁদের মতে, এমন কিছু স্ক্রাব রয়েছে যা ব্যবহারে এই দুই সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

১) চিনির স্ক্রাব-গায়ে মাখার যে কোনও তেলের সঙ্গে চিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের জেল্লা যেমন ফিরে আসে, তেমনই রোমের ঘনত্ব কমতে থাকে।

২) কফির স্ক্রাব -বৃষ্টি বাদলাতে মাঝে মধ্যেই কফির কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে। সেই কফিই নারকেল তেলের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ সারা দেহে মেখে রেখে দিন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ, ছোপ সরিয়ে ফেলতে এবং রোম তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান।

৩) ওটমিল স্ক্রাব- টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার সারা গায়ে মেখে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের জেল্লা ফিরে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে।

৪) সৈন্ধব লবণের স্ক্রাব-চিনির বদলে তেলের সঙ্গে মেশানো যায় সৈন্ধব লবণও। একই ভাবে কাজ করবে।

৫) চাল গুঁড়োর স্ক্রাব- কোরিয়ান প্রসাধনীর অন্যতম একটি উপাদান হল চাল বা ভাত। টক দইয়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে নিন স্ক্রাব। ত্বক থেকে ট্যান তুলতে এবং রোমের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ।

কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি

মাছের স্বাদ যেমনই হোক বর্ষাকালে বাড়িতে ইলিশ আসবে না তা কী করে হয়? খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজা, বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল, সর্ষের ঝাল সবই তো খেয়েছেন। কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া কাসুন্দি ইলিশের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। ওই পদটি তৈরি করবেন বলেই বাজার থেকে মস্ত একটি ইলিশ আর কাসুন্দির শিশি কিনেছেন।

ভাজা খাবারের সঙ্গে কাসুন্দি খেয়েছেন বহুবার। কিন্তু কাসুন্দি দিয়ে ইলিশ রান্না করবেন কী করে? চিন্তা নেই। রইল কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি।

উপকরণ

ইলিশ মাছ-৬ টুকরো,কাসুন্দি-১/২ কাপ,হলুদ গুঁড়ো-১/৪ চা চামচ, সর্ষের তেল-১/৪ কাপ, কাঁচালঙ্কা-৪,৫টা,নুন-স্বাদ মতো

প্রণালী-১) একটা বড় কড়াইতে কাসুন্দি, তেল, নুন ও হলুদ একসঙ্গে নিয়ে ইলিশ মাছের টুকরোয় মাখিয়ে নিন। ২) এর উপরে কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এই মিশ্রণ মাখিয়ে রেখে দিন। ৩) এরপর একটি টিফিন বাক্সে কাসুন্দি মাখানো মাছগুলি রেখে দিন। ৪) এ বার কড়াইতে জল গরম করতে দিন। মাছ ভরা বাক্সটি ওই ফুটন্ত জলের মধ্যে বসিয়ে দিন। ৫) মিনিট ১৫ পরে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাসুন্দি ইলিশ।

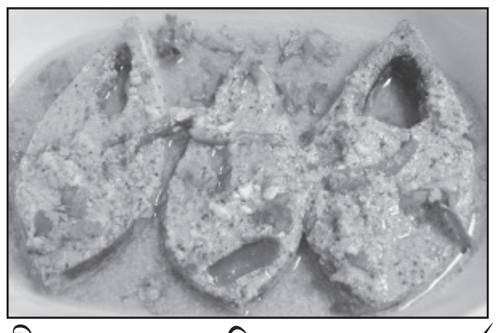

হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে চুলের সমস্যা সমাধান করা যায়

ঘরের আনাচ-কানাচে, শৌচাগারের মেঝেতে, এমনকি রান্না করা খাবারের মধ্যেও চুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার চুল আর কিছুতেই মাথায় থাকছে না। ইতিমধ্যেই নানা রকম তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহার করে দেখেছেন। সে সব মেখে কোনও কাজই হয়নি। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে, চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই স্পা করান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সহজেই চুলের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা যায়।

১) মধু-চুলের আর্দতা বজায় রাখে এবং হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে মধু। রুক্ষ, ডগাফাটা চুলের যত্নে মধু ব্যবহার করাই যায়।

২) নারকেল তেল-ডগা ফাটার সমস্যায় দারুণ উপকারী নারকেল তেল। তা ছাড়া মাথার ত্বকে কোনও প্রকার সংক্রমণ হলে, তা-ও রোধ করতে পারে এই তেল।

৩) অ্যাভোকাডো- চুলে আর্দতা বজায় রাখতে, চুলকে আরও মসৃণ করে তুলতে সাহায্য করে। চুলে জেল্লাও বজায় রাখে অ্যাভোকাডো।

৪) ডিম- প্রোটিন এবং বায়োটিন এই দু'টি উপাদান চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমে এই দু'টি উপাদানই রয়েছে। চুলের গোড়া মজবুত করার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে ডিম।

৫) কর্নফ্লাওয়ার-শ্যাম্পু করার পরেও মাথার ত্বক তেলতেলে হয়ে যাচ্ছে? এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে কর্নফ্লাওয়ারে। চুলের জন্য ঘরোয়া কোনও প্যাকে মেশাতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার। অথবা কোথাও বেরোনোর আগে চুলের তেল কাটাতে পাউডারের মতো মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

৬) দই-মাথার ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য রক্ষা করে দই। চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে দই।-৭) কলা খুশকি দূর করতে সাহায্য করে এই ফল। চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে কলা দিয়ে মাস্ক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে কোনও তিনটি বেছে নিন। এ বার সেগুলি ভাল করে মিশিয়ে নিন। কিন্তু এই মিশ্রণ চুলে মাখার আগে চুল ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি। যে কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভাল করে ধুয়ে নিন। তোয়ালে দিয়ে খানিক ক্ষণ জড়িয়ে রাখুন। আধ শুকনো অবস্থায় এই মিশ্রণ মাথার ত্বক থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিন। ২০ থেকে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। তবে খেয়াল রাখবেন মাথার ত্বকে বা চুলের মধ্যে এই মিশ্রণের কোনও অংশ যেন আটকে না থাকে।

ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না

পর্যাপ্ত ঘুমোলে শুধু শরীর নয়, সুস্থ থাকে ত্বকও। ঘুমের সঙ্গে ত্বক ভাল রাখার সম্পর্ক অনেক গভীর। এমনিতেই ঘুম কম হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর। ত্বকের ঝলমলে ভাব বজায় থাকে তখনই, যখন ঘুম ভাল হয়। তবে ত্বকের খেয়াল রাখতে শুধু ঘুমোলেই হবে না। ঘুমোনোর ভঙ্গিও সঠিক হতে হবে। ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না।

ত্বক ভিতর নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে যায়। ঘুমোনোর সময় কোন অভ্যাসগুলি এড়িয়ে চললে ত্বক ভাল থাকবে?

উপুড় হয়ে শোওয়া অনেকেই এই ভাবে ঘুমোতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এই ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়। বালিশে মুখ গুঁজে শোয়ার ফলে মুখের ত্বকেও অক্সিজেন একেবারেই পৌঁছয় না। রক্ত সঞ্চালনের মাত্রাও ঠিক থাকে না এই ভঙ্গিতে। চোখের তলায় ফোলা ভাব, ত্বকের গ্রন্থিগুলি বুজে যাওয়া সহ একাধিক সমস্যা হতে পারে এই ভঙ্গিতে ঘুমোলে।

বালিশ জড়িয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস পাশ ফিরে বালিশ জড়িয়ে ঘুমোতে অনেকেই অভ্যস্ত। কিন্তু এর ফলে ত্বকে দাগ ও চুলকানির সমস্যা হতে পারে। বালিশে অনেক সময় ব্যাক্টেরিয়া থাকে, তাই বালিশে একটি পরিষ্কার কভার পরিয়ে ঘুমোনোই ভাল। না হলে রাতে কোনও ক্রিম মেখে শুলে সেটাও লেগে যেতে পারে বালিশে।

পাশ ফিরে ঘুমোনো ত্বক ভাল রাখতে এই ভঙ্গিতেও ঘুমোতে পারেন। এতে ত্বকের ক্ষতি কম হয়। তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ত্বকে কোনও ক্রিম মাখলে সেটা বালিশে লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এক পাশে খুব চাপ দিয়ে শুলে মুখের এক পাশে বলিরেখা ও ত্বক কুঁচকে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব। পড়াশোনা, মজা, দুষ্টুমিতে ভরে থাকে এই সময়টা। স্কুলের নানা অভিজ্ঞতা সারা জীবন স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। নিজেদের ফেলে আসা দিনের স্মৃতি হাতড়ে বাবা-মায়েরাও এটাই আশা করেন যে, তাঁদের সন্তানরাও স্কুলে পড়ার এই সময়টা উপভোগ করবে। কিন্তু সব সময় তা হয় না।

হাসতে হাসতে স্কুলে যাওয়ার বদলে, স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অনেকে। প্রাথমিক ভাবে বাবা-মায়েরা সন্তানের পড়াশোনা ভীতিকেই এর কারণ হিসাবে ধরে নেন। তবে সব ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের কোনও অপ্রত্যাশিত আচরণে সন্তান মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কি না, তা এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। বাকিদের নেতিবাচক আচরণকে বলা হয় ''বুলিং''। বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে অনেকেই কোনও সমস্যা হলে তা চেপে রাখে। বেশি দিন এমন চলতে থাকলে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। আপনার সন্তান এমন পরিস্থিতির শিকার কি না, তা বোঝার উপায় কী?

স্কুলে গিয়ে মানসিক নিপীড়নের শিকার হলে খেলাধুলো এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে শিশু। তার সঙ্গেই স্কুলে না যাওয়ার বায়না তো রয়েছেই। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোতেও অনীহা চলে আসতে পারে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় অনেক সময়। কেউ আবার অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চুপচাপ হয়ে হয়ে যায়। শিশুর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলির বিষয়ে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। এমন কিছু চোখে পড়লে খোলাখুলি কথা বলুন সন্তানের সঙ্গে।

স্কুলের কথা এড়িয়ে যাওয়া

সন্তান সারা দিনে স্কুলে কী কী করল, তা নিয়ে বাবা-মায়েরা কৌতূহলী। স্কুলের প্রসঙ্গ উঠলেই কি শিশু এড়িয়ে যাচ্ছে? স্কুলের কথা কিছুতেই বলতে চাইছে না? তা হলে এক বার ভাল করে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। দরকার হলে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলুন।

বিছানায় ছটফট করা

শিশুদের মধ্যে অনিদ্রার সমস্যা কম দেখা যায়। সারা দিন স্কুল, পড়াশোনা, খেলাধুলোর পর ক্লান্ত থাকে শিশুরা। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ইদানীং সন্তানের ঘুমোতে কি অসুবিধা হচ্ছে? শিশুর চোখে একেবারেই ঘুম নেই? বড় কোনও কারণ না হলে সাধারণত এমন হয় না। স্কুলে গিয়ে এমন কোনও পরিস্থিতিতে হয়তো তাকে পড়তে হচ্ছে যে, মানসিক ভাবে শান্ত হতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে শিশুর কাছে তার সমস্যার কথা সরাসরি জানতে চান। দরকারে এক বার মনোবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

বর্ষার মরসুমে ভ্রমণের সতর্কতা

কখনও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, কখনও আবার শুধুই মেঘের গর্জন। পিচ্ছিল রাস্তাঘাট, মাটির সোঁদা গন্ধ, রাস্তায় জমা জল বর্ষার বরসুমে প্রকৃতি ভরে ওঠে সজীবতায়। এই মরসুমে অনেকের মনই বাড়িতে টেকে না, ছুটে যেতে যান অজানা উদ্দেশে। বর্ষায় ভ্রমণ মানেই আলাদা রোমাঞ্চ।

সজীবতার ভরপুর আশ্বাস থাকলেও বর্ষায় ভ্রমণ পরিকল্পনা করার আগে বাড়তি সতর্ক থাকতে হয়। পাহাড় হোক বা সমুদ্র, বৃষ্টির কারণে রাস্তা থাকে পিচ্ছিল। নামতে পারে ধ্বস। হঠাতঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্রে ওঠে তুফান তাই যে কোনও পরিস্থিতির জন্যই থাকতে হবে প্রস্তুত। ব্যাগপ্যাকে রাখতে হবে বাড়তি কিছু জিনিস। জেনে নিন বর্ষায় কী কী জিনিস ছাড়া বাড়ি থেকে বেরবেন না।

১। রেইনকোট ও ছাতা: বর্ষায় ভ্রমণের জন্য ব্যাগ গোছানোর সময় ছাতা ও রেইনকোট ভুললে চলবে না। ভিজলে ঘোরাটাই হবে মাটি ২। স্যানিটাইজার: কোভিডের হাত থেকে রেহাই পেলেও এখন আবার দেশ জুড়ে কনজাঙ্কটিভাইটিসের দাপট বেড়েছে। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপর বাড়তি নজর দিতে হবে। বারে বারে হাত ধুতে হবে। তবে বেড়াতে গেলে তা সব সময় সম্ভব হয় না, তাই স্যানিটাইজারের বোতলটি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। ৩। ওষুধ: বর্ষায় বাইরের জল খেলে পেটের গোলমাল হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তা ছাড়া বাইরে ঘুরতে গেলে সফরের সময় বমি, মাথা ধরার মতো সমস্যাও হয়। তা ছাড়া মরসুম বদলের কারণে সর্দি-কাশি-জ্বর হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই এই সমস্ত সমস্যার ওষুধ ছোট ব্যাগে ভরে অবশ্যই নিজের কাছে রাখুন। ৪। জুতো: বর্ষায় ঘুরতে যাওয়ার আগে কেনার সময়ে দেখে নিন জুতোটি যেন হয় জলরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন। ভেজা জুতো দীর্ঘ ক্ষণ পায়ে পরলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে, তার উপর জ্বর সর্দিরও আশঙ্কাও বাড়ে। সম্ভব হলে একটি অতিরিক্ত জুতো জোড়া অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। ৫। প্লাস্টিক জিপলক: ব্যাগে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের জিপলক পাউচ ভরে রাখুন। যখন তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে ফোন, চার্জার, ওষুধ, টাকা পয়সার ব্যাগ সেই পাউচে ভরে রাখলে বৃষ্টির জলের হাত থেকে সেগুলি সুরক্ষিত থাকবে। ৬। মশা মারার ধূপ ও ক্রিম: বর্ষায় চারদিকে পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ে। তাই যেখানেই যাচ্ছেন সঙ্গে মশা মারার ধূপ, মশা থেকে দূরে থাকার জন্য গায়ে মাখার ক্রিম সঙ্গে রাখুন। ৭। জামা-কাপড়: পর্যাপ্ত জামা-কাপড় সঙ্গে রাখুন। প্রয়োজনে অধিক সময় নিয়ে ব্যাগ গোছান। মনে রাখবেন, ভেজা কাপড় থেকে ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে। সেই সঙ্গে গন্ধ বের হয়। তাই বেশি করে শুকনো জামা-কাপড় সঙ্গে রাখুন। যাতে বৃষ্টিতে কাপড় ভিজে গেলেও তা যেন দ্রুত পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।

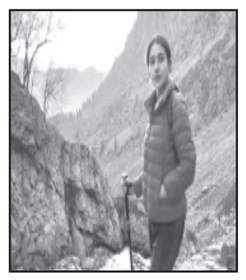

ওজন ঝরানোর চেষ্টা

জিমে গিয়ে শরীরচর্চার জন্য সময় বার করতে পারছেন না? ফিটনেসবিদদের মতে, জিমে যাওয়ার সময় না হলে বাড়িতে কিছু নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলেও আপনার ওজন ঝরবে। হাতে সময় কম থাকলে মেদ ঝরাতে অনেকে পুশ আপ করতে শুরু করে দেন। শরীরের ওজনের ভার দু'হাতের উপর রেখে পুরো শরীরকে উপর-নীচ করার এই কেরামতি দেখতে সহজ হলেও, আদতে খুব একটা সহজ কাজ নয়।

নিয়মিত এই ব্যায়াম করতে পারলে পেশিশক্তি বাড়ে, ক্যালোরি ঝরে, মানসিক শক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

সঠিক পদ্ধতি মেনে এই ব্যায়ামটি না করলে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। জেনে নিন পুশ আপ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলি করেন তরুণ-তরুণীরা।

১) ঘাড় নিচু করা: পুশ আপ করার সময়ে ঘাড় নিচু করে নীচের দিকে তাকালে হয়তো আপনার উপর-নীচ করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, চোট পাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। উপরন্তু ভুল কায়দায় ব্যায়াম করলে কোনও লাভের লাভ হয় না। তাই ঘাড় সব সময়ে সোজা রাখুন।

২) ভুল জায়গায় হাত রাখা: এই ব্যায়ামের ক্ষেত্রে একদম কাঁধ বরাবর সোজাসুজি হাত রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে মাটির উপরে। নইলে ব্যায়ামের পুরো উপকারিতা পাবেন না।

৩) নিতম্ব নামিয়ে ফেলা: পুশ আপ করার সময়ে গোটা শরীর একটি সমান রেখায় থাকা উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীচে নামার সময়ে অনেকেই নিতম্ব ঝুঁকিয়ে ফেলেন। এতে কোমরে ব্যথা হতে পারে।

৪) শরীর মাটিতে স্পর্শ করানো: ব্যায়ামটি করার সময়ে শরীর যেন কখনই মাটিতে স্পর্শ না করে, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তাড়াহুড়ো করতে গেলে শরীরের কায়দায় ভুল হয়ে যায়। অল্প সময়ে আপনি ৩০টি পুশ আপ করে নিলেন অথচ পদ্ধিতেই গলদ রয়ে গেল, সে ক্ষেত্রে পুরো চেষ্টাটাই মাটি হবে। সময় নিয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনে পুশ আপ করুন তবেই মিলবে সুফল।

টক দই, আচার, পান্তা খেয়েই পেটের রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন

খেতে ভাল লাগে কিন্তু, অম্বলের ভয়ে দক্ষিণী খাবার খেতে পারেন না মোটে। সেই একই ভয় কাজ করে পান্তা খাবারের ক্ষেত্রেও। খেলেই গলা-বুক জ্বালা, মুখের ভিতর টক হয়ে দাঁত সুড়সুড় করে অনেকের। অথচ স্বাদ বাড়িয়ে তোলার জন্যে ইচ্ছে করেই কিছু খাবার মজাতে দেওয়া হয়। এই খাবার মজানো আসলে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। যা শুধু খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে না। দীর্ঘ দিন ধরে খাবার সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রদেশে এই জাতীয় খাবার খাওয়ার চল রয়েছে। যাতে খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয় তাই প্রাচীনকালে তা মজিয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন এই ধরনের খাবার খেলে পেটে অম্লত্বের পরিমাণ বেড়ে যায়। তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে এই ধরনের খাবার যে কোনও উপকার করে না তা-ও নয়। শারীরবৃত্তীয় নানা কার্যকলাপের সঙ্গে অন্ত্রের যোগ রয়েছে। সামগ্রিক শরীর ভাল রাখতে অন্ত্রের থাকা ব্যাক্টেরিয়াগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই মজানো খাবারগুলি। মজানো খাবার খেলে কী কী উপকারে লাগে?

১) অন্ত্রের মধ্যে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে দই, ধোকলা, ইডলি, দোসাজাতীয় খাবার। ২) খাবারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন যৌগ যেমন আয়রন, জিঙ্ক শোষণ করতে সাহায্য করে। ৩) মজানো খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক হিসাবেও কাজ করে এই খাবারগুলি।

'ব্যস্ততা'

দীপক রঞ্জন কর

এদিকে ভাই কে যায় ?
আজ্ঞে,আমি রাসু রায়।
হনহনিয়ে কোথায় যাস?
ধরতে হবে লোকাল বাস
বাসধরে কোথায় যাবে ?
টোপর মালা কিনতে হবে ,
টোপর মালায় কি হবে ?
দাদা টুকটুকে বউ আনবে।
বউয়ের বাড়ি কোন গাঁয় ?
রহিমপুরের ঐ বনগাঁয়
খাবার জিনিস কি আনবি ?
সন্দেশ,মিঠাই, জিলিপি।
আমায় একটা দিয়ে যাস,
আগেতো ধরি বাস
ফিরবি কখন বলে যা-
ফিরতে হবে শেষ বেলা।
পাবে আমায় খেয়া পারে,
নিম তলায় নদীর ধারে।
ব্যস্ত আছি এখন যাই
ফেরার পথে পাবে মিঠাই।

সোমবার আগরতলায় ঝুলযাত্রা উপলক্ষ্যে ইসকনের প্রস্তুতি কার্যক্রম চালু হয়।

গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম, বারাণসীতে ৮৪টি ঘাট প্লাবিত, ৬ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত

বারাণসী, ০৪ আগস্ট : উত্তর ভারতের অন্যতম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শহর বারাণসী এই মুহূর্তে এক বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। রবিবার, গঙ্গা নদীর জলস্তর বারাণসী অঞ্চলে বিপদসীমা ৭১.২৬ মিটার অতিক্রম করে ৭১.৬৬ মিটার পৌঁছানোর ফলে শহরের ৮৪টি বিখ্যাত ঘাট প্লাবিত হয়েছে এবং আশপাশের এলাকাগুলিতে মারাত্মক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ৬,৫৮৩ জন মানুষ তাদের বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

গঙ্গার জলস্তরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ফলে বারাণসী শহরের অন্যতম পবিত্র স্থানগুলির মধ্যে অন্যতমবিশ্বনাথ মন্দিরের গঙ্গা দ্বার এবং নামো ঘাটের ভাস্কর্যও তলিয়ে গেছে। গঙ্গা দ্বারের ১৪টি সিঁড়ি সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হয়েছে, যা প্রার্থনাকারীদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, আসি ঘাটের রাস্তায় নদীর পানি ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে জনসমাগমে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং পুলিশ নিরাপত্তার জন্য এলাকায় ব্যারিকেড স্থাপন করেছে। জলস্তরের এই অতিরিক্ত বৃদ্ধি শহরের অধিকাংশ ঘাটগুলিকেই তলিয়ে ফেলেছে এবং জনগণের চলাচলও বেশ সমস্যায় পড়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কেবল শহরের ঘাটসমূহই নয়, ২৪টি শহুরে এলাকা এবং ৩২টি গ্রামীণ এলাকা তলিয়ে গেছে। প্লাবিত গ্রামগুলির মধ্যে রয়েছে রামচাঁদিপুর, রামপুর ধাব, শিবদাসা, সালারপুর, দানিয়ালপুর এবং দাশাশ্বমেধ ঘাট। বিশেষত, ১,৪৬৯ জন কৃষক ৩২৭.৮৯ হেক্টর কৃষি জমি হারিয়েছেন, যার ফলে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটছে। এছাড়া, ৬,৫৮৩ জন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে ১,১৮২ জন গ্রামীণ এলাকা থেকে এবং ৫,৩৬১ জন শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী। এই বিপদজনক পরিস্থিতিতে, জেলা প্রশাসন ২০টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছে এবং সেখানে পানীয় জল, খাবার এবং অন্যান্য জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

বিপদজনক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ বারুনা নদীর জলস্তরও বেশ কয়েক ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার, নদীটির জলস্তর মাত্র সাত ঘণ্টার মধ্যে ১২ ফুট বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলো দ্রুত প্লাবিত হয়েছে। গঙ্গা ও বারুনা নদীর জলস্তরের এই অতিরিক্ত বৃদ্ধি অনেক নিচু এলাকায় মানুষের বসবাসের জন্য বিপদ সৃষ্টি করেছে।

নির্বিঘ্ন ত্রাণ কাজের জন্য জাতীয় বিপর্যয় প্রশমন বাহিনী (এনডিআরএফ) ইতোমধ্যে আটটি নৌকা মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি, জেলা প্রশাসনও ৪২টি নৌকা ব্যবহার করে ত্রাণ সামগ্রী, খাবার প্যাকেট, ওআরএস স্যালট এবং পানি বিতরণ করছে। রবিবার একদিনেই ১৭,১৩৭টি খাবার প্যাকেট স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেন্দ্র কুমার জানান, 'ত্রাণ শিবিরগুলোতে পূর্ণ ধারণক্ষমতা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবলদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে।' তিনি নিজে রবিবার সকালে সারাইয়া ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন এবং শিশুদের মধ্যে চকলেট বিতরণ করেন।

তিনি আরও বলেন, 'এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত।

নিয়মিতভাবে অ্যান্টি-লার্ভা স্প্রে, ফগিং এবং চুন মেশানো হচ্ছে। তাছাড়া, এলাকাবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে বলা হয়েছে যাতে তাদের উদ্বেগগুলি দ্রুত সমাধান করা যায়।'

জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলি ত্রাণ কাজের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্লাবিত এলাকাগুলিতে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং আক্রান্ত মানুষের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকার হিসেবে, নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলির অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা চলছে।

বারাণসীর এই অবর্ণনীয় প্লাবন পরিস্থিতি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য এক বড় বিপর্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, সরকারের প্রচেষ্টা এবং ত্রাণকর্মীদের সাহসিকতার মাধ্যমে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করা হচ্ছে।

শহরের ঘাটসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের পুনরুদ্ধার দ্রুত করার জন্য প্রশাসন কাজ করছে, এবং আগামি দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাতে ৩ জন নিহত, প্লাবিত একাধিক জেলা

হরিদ্বার, ৪ আগস্ট : উত্তরাখণ্ডে গত দু''দিন ধরে অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে, এবং মেট অফিসও আগামী দুই দিন আরও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। উত্তরাখণ্ডের হালদ্বানি এলাকায় সোমবার ভোররাতে বৃষ্টির কারণে এক ব্যক্তি ভেসে গিয়ে প্রাণ হারান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি ভোরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন এবং বিখ্যাত ভাখরা ঝরনা পাড়ি দেওয়ার সময় প্রবল স্রোতে ভেসে যান। এছাড়া, রবিবার দুপুরে হালদ্বানি রোডের ভুজিয়াঘাট এলাকায় দুই ব্যক্তি একটি স্রোতাচ্ছন্ন ঝরনায় ডুবে মারা যান। রাজ্যের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় রাতের দিকে এক বড় ভূমিধস ঘটে, যেখানে দুটি দোকান মাটির তলায় চাপা পড়ে। এই দুর্ঘটনায় দোকান মালিক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। ভূমিধসের ফলে ওই এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং উদ্ধার কাজ চলছে। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি দল পাঠানো হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দেহরাদুন ও অন্যান্য এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে নদীগুলোর পানি বিপজ্জনক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গঙ্গা, কালি এবং অন্যান্য নদী ও ঝরনাগুলোর প্রবাহ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছে, ফলে রাজ্যের অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বিশেষ করে হারিদ্বারের গঙ্গা নদী এবং উধম সিং নগর জেলার লেভদা নদী ও এর শাখাগুলির পানির স্তর বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেছে।

উধম সিং নগর জেলার বিভিন্ন অংশে জলবদ্ধতার কারণে জনজীবন অস্থির হয়ে পড়েছে। বিশেষত, চকরপুর, লাখানপুর, মুরিয়া পিস্টর এবং বাহাইনি গ্রামে অবস্থিত অনেক পরিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রায় ২০টি গ্রামকে প্লাবিত করেছে নদীর অতিরিক্ত পানি। স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য উদ্ধারকর্মীরা ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন।

মেট অফিসের পক্ষ থেকে আগামী দুই দিন উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলা, বিশেষত নৈনিতাল, চাম্পাওয়াট, বাগেশ্বর, উদম সিং নগর, পৌরি এবং দেহরাদুনের জন্য ''অরেঞ্জ এলার্ট'' জারি করা হয়েছে। আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবার এই অঞ্চলে ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার প্লাবন এবং ভূমিধসের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

মেট অফিস জানায়, যে সমস্ত এলাকায় চলমান বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বাড়ছে, সেসব এলাকায় আরও ভূমিধস এবং বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। জেলা প্রশাসন ও উদ্ধারকর্মীরা সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় মানুষদের পরামর্শ দিয়েছেন যাতে তারা বিপদসংকুল এলাকাগুলি ত্যাগ করেন এবং জরুরি পরিষেবাগুলির কাছাকাছি থাকেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী সোমবার এক ভিডিও কনফারেন্সে রাজ্যের সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদেরকে দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ''বৃষ্টি চলাকালে সমস্ত জেলা প্রশাসনকে মাঠে থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। জলাবদ্ধতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ব্যাপারে দ্রুত পর্যালোচনা করা উচিত।''

এছাড়া, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় স্কুল এবং আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী দু''দিনের মধ্যে উত্তরাখণ্ডে আরো ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায়, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের ভূমিধসের আশঙ্কা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। এই মুহূর্তে উত্তরাখণ্ডে পরিস্থিতি বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে, এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা ও প্রস্তুতি নিলেও, জনগণকে সবসময় সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের সহায়তায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

সোনিপাতের একটি গ্রাম থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার, মেয়ের হাতে খুনের ঘটনা

সোনিপাত , ৪ অগাস্ট : সোনিপাত জেলার এক গ্রাম থেকে ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পাঁচ দিন পর, তার কিশোরী মেয়ে এবং দুই পুরুষ বন্ধুদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কুন্ডলি থানার স্টেশন হাউস অফিসার সেথি মালিক জানান, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত মেয়েটির বন্ধু, যিনি একই গ্রাম থেকে, এবং তার আরেক বন্ধু ৩০ জুলাই ওই ব্যক্তিকে বনাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে একাধিক ছুরিকাঘাত করেন।

''আমরা মেয়েটিকে, যিনি দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, এবং তার দুই বন্ধু সুমিত ও যশবিন্দরকে গ্রেপ্তার করেছি। মেয়েটি এবং সুমিত, যিনি প্রায় ২০ বছর বয়সী, একটি সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন, এবং তার বাবা তাদের সম্পর্কের বিরোধিতা করছিলেন। মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে দিতে চায়নি। মেয়েটিকে একটি নিরাপদ বাড়িতে পাঠানো হয়েছে এবং সুমিত ও যশবিন্দরকে ৩ আগস্ট ৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে,'' বলেন সেথি মালিক।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি সুমিতকে তার বাবা খুন করতে বলেছিল, কারণ তার বাবা তাদের সম্পর্কের বিরোধিতা করছিল এবং বিয়ে করতে অনুমতি দেবেন না।

এয়ার ইন্ডিয়ার সান ফ্রান্সিসকো-মুম্বাই ফ্লাইটে আরশোলা, যাত্রীদের ক্ষোভ, আসন বদল কর্তৃপক্ষের

কলকাতা, ৪ আগস্ট : সোমবার এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে সান ফ্রান্সিসকো-মুম্বাই ফ্লাইটের দুই যাত্রী বিমানে কয়েকটি ছোট আরশোলা দেখতে পাওয়ার অভিযোগ জানানোর পর তাদের আসন পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটি এয়ার ইন্ডিয়ার এআই১৮০ ফ্লাইটে ঘটে, যা সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বাই পর্যন্ত কলকাতা হয়ে পরিচালিত হয়।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দুইজন যাত্রী আরশোলা দেখতে পাওয়ার অভিযোগ জানান, যার ফলে তাদের আসন পরিবর্তন করা হয়। এয়ার ইন্ডিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এআই১৮০ ফ্লাইটে সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বাই পর্যন্ত কলকাতা হয়ে যাওয়ার সময়, দুইজন যাত্রী বিমানে কয়েকটি ছোট আরশোলা দেখতে পাওয়ায় অসুবিধার শিকার হন। আমাদের কেবিন ক্রু তাই ওই দুই যাত্রীকে একই কেবিনে অন্য আসনে সরিয়ে দেন, যেখানে তারা পরবর্তী আরামদায়কভাবে ছিলেন।'

এই অভিযোগের পর, গ্রাউন্ড ক্রু দ্রুত কলকাতা-য় একটি গভীর পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বলে এয়ারলাইন জানিয়েছে। একই সাথে, ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য একটি বিস্তারিত তদন্ত করা হবে বলেও জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফ্লাইটের নির্ধারিত জ্বালানি সংগ্রহের জন্য কলকাতা-য় থামার সময়, আমাদের গ্রাউন্ড ক্রু দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি গভীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন।'

'আমাদের নিয়মিত ধোঁয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গ্রাউন্ড অপারেশনের সময় কীট পতঙ্গ কখনও কখনও বিমানে প্রবেশ করতে পারে। এয়ার ইন্ডিয়া এই ঘটনার উৎস এবং কারণ নির্ধারণের জন্য একটি ব্যাপক তদন্ত করবে এবং পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে,' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া যাত্রীদের 'যেকোনো অসুবিধার জন্য' তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

'হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান' এর

● প্রথম পাতার পর

তাদেরকেও একইভাবে অপমান করা হচ্ছে। অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভুক্ত, হিন্দি ভাষার পরেই যার স্থান সেই ভাষার প্রতি এ ধরনের অবমাননা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আরএসএস - বিজেপি হিন্দি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশে রাজত্ব করতে চাইছে। হিন্দি ভাষা ছাড়া কোন ভাষার নাগরিককে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য করতে নারাজ তারা। তিনি অভিযোগ করে বলেন '' হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের ভিত্তিতেই তারা এই দেশে শাসন করতে চাইছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ ধরনের অবমাননার জন্য অবিলম্বে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

শরিকি সংঘর্ষ, মুখ খুললেন

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, পার্টি পরে, জাতি — ধর্ম — বর্ণ নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

কলেজে ভর্তি নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

চালাচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে। রাজনীতির ভিত্তিতে বর্তমান সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালনা করা হয় না। বিরোধীদের আমলে এটা করা হতো। তখন রাজনীতির রং দেখে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করানো হতো। তিনি নিজেও এই ঘটনার শিকার হয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার রাজনীতির রং দেখে নয়, মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী কলেজের ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। কোন ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে বাদ যাবেন না। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান করলেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

মাঝ রাস্তায় উল্টে গেল গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

একজনের নাম মিন্টু নাথ (২৪), যিনি কাঞ্চনপুর ডাইনছড়া এলাকার বাসিন্দা। অপরজনের নাম সিদ্ধার্থ কর্মকার বলে জানা গেছে। তাদের দু'জনকেই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দ্রুত ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, দুর্ঘটনার অভিঘাতে রাস্তার পাশের বিদ্যুৎ খুঁটি ও লাইনেও প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে ১৩৩ কেভি হাই ভোল্টেজ লাইনে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে, ফলে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়।

গাড়ির মালিক অরিজিৎ নাথ, যিনি কাঞ্চনপুরের লালজুরী জয়শ্রী এলাকার বাসিন্দা, তাঁর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে গাড়িটির অতিরিক্ত গতি ও রাস্তার বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারানোয় এই বিপত্তি ঘটে।

ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই নেমেছে ফটিকরায় থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকায় দ্রুতগতির যানবাহনের চলাচল দিনদিন বাড়ছে, কিন্তু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে।এই দুর্ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, রাজ্যজুড়ে সড়ক নিরাপত্তা ও যান চলাচলের উপর নজরদারি কতটা জরুরি। প্রশাসন যদি এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ঘটতে পারে আরও বড় বিপর্যয়।

লোকসভায় তৃণমূলের

● প্রথম পাতার পর

এই নেতৃত্ব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক অনলাইন বৈঠকে। ওই বৈঠকে লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদেরাও উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই রদবদল তৃণমূলের প্রবীণ নেতাদের উদ্দেশ্যে একটি স্পষ্ট বার্তা। এতে একদিকে যেমন পুরনো নেতৃত্বের প্রতি আস্থার সংকট স্পষ্ট, তেমনি দলের ভিতরে প্রজন্মান্তরের পালাবদলের ইঙ্গিতও মিলছে।

২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে লোকসভায় দলের কর্মক্ষমতা এবং সাংসদদের ভূমিকা রাজ্য রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই পরিস্থিতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভায় দলের মুখ হিসেবে তুলে ধরে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখা স্পষ্ট করল তৃণমূল নেতৃত্ব।

সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন তিনজন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়

● প্রথম পাতার পর

অনুমোদনকে সহজতর, স্বচ্ছ ও রাজ্যকে আরও ব্যবসা উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যম সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। সরকার ও প্রশাসন কর্তৃক জনকল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহল করে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন দুর্যোগকালীন সময়ে গুজব ও আতঙ্ক না ছড়ানোর ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম বরাবরের মতোই সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যসচিব বলেন, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান শুধু ব্লু প্রিন্টই নয়, এটি আমাদের সকলের সম্বিলিত প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তিতে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পিসিসিএফ আর কে শ্যামল, রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকগণ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিবু সোরেন প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য তথা দেশের রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হল। তাঁর অবদান এবং নেতৃত্ব যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক্স-এ শোকবার্তায় তিনি বলেন, শিবু সোরেনজির প্রয়াণ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বড় ক্ষতি। রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, তিনি আদিবাসী পরিচয় ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গঠনের দাবিতে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করেছিলেন। শিকড় থেকে উঠে এসে তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আরও লেখেন, মানুষের কল্যাণ, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে তাঁর অবদান চিরকাল স্মরণীয় থাকবে। আমি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পুত্র হেমন্ত সোরেন, তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের প্রয়াণে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আদিবাসী সমাজ, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়নের প্রতি শ্রী সোরেনের অঙ্গীকারকে স্মরণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ এক শোকবার্তায় লেখেন, শ্রী শিবু সোরেনজি ছিলেন এক মাটি-মাটির নেতা, যিনি জনজীবনের নানা পর্যায় পেরিয়ে মানুষের প্রতি অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। তিনি বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে আমি ব্যথিত। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি রইল আমার সমবেদনা। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলে শোকপ্রকাশ করেছি। ওম শান্তি।

এদিকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স -এ পৃথক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, শিবু সোরেনজিকে শ্রদ্ধা জানাতে স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। হেমন্তজি, কল্যাণজী এবং শিবু সোরেনজির সকল অনুরাগীর প্রতি রইল আমার সমবেদনা।

সোমবার আগরতলায় পুলিশে হাতে দুই বাইক চোর সহ একটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার হয়।

বিজেপি প্রথমে সিএএ-এর মাধ্যমে বাঙালি পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, এখন তাদের ভাষাকে ”বিদেশি” হিসেবে অবমাননা করছে: গৌরব গগৈ

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট : কংগ্রেসের এমপি গৌরব গগৈ সোমবার বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেন যে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালি ভাষাভাষীদের, বিশেষ করে ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং অসমের বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী বাঙালিদের অবমাননা করছে। গগৈ বলেন, বিজেপির এই ধরনের আচরণ বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি গভীর ষড়যন্ত্র।

গৌরব গগৈ তার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বিজেপির প্রতি কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপির অহংকার তাদের চোখে অন্ধত্ব এনে দিয়েছে, যার ফলে তারা পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালি জনগণের অবমাননা করছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি প্রথমে সিএএ-এর মাধ্যমে বাঙালিদের তাদের পরিচয় প্রমাণ করতে বাধ্য করেছিল এবং এখন তাদের ভাষাকে বিদেশি হিসেবে অবমাননা করছে।'

গগৈ অভিযোগ করেন, বিজেপি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চায় যেখানে জাতিগত এবং ভাষাগত পরিচয়ে বিভাজন সৃষ্টি করা যায়। 'বিজেপি একত্রিত ভারতের পক্ষ নিয়ে নয়, তারা শুধুমাত্র পুরনো ক্ষত আবার উন্মুক্ত করতে চায়,' বলেন তিনি। গগৈয়ের মতে, বিজেপির এই নীতি দেশটির বৈচিত্র্য এবং ঐক্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

এই মন্তব্যের সূত্রপাত ঘটেছে বিজেপির আইটি সেলের পশ্চিমবঙ্গের কো-ইনচার্জ অমিত মালভিয়া দ্বারা প্রদত্ত এক বিতর্কিত বিবৃতির পর। মালভিয়া দিল্লি পুলিশের একটি প্রতিবেদনে 'বাংলাদেশি ভাষা' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন, যেখানে ওই ভাষাটি 'অবৈধ অভিবাসী চিহ্নিত করার জন্য' ব্যবহৃত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

মালভিয়া বলেন, 'এটা কোনোভাবেই বাঙালি ভাষার বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়।' তিনি আরও বলেন, এটি 'একটি বিশেষ ভাষার ধরন, ব্যাকরণ এবং বাক্য গঠন' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। তিনি দাবি করেন, দিল্লি পুলিশের রিপোর্টের মধ্যে কোনো ভুল ছিল না এবং এই শব্দ ব্যবহার নিয়ে যত সমালোচনা, তা একেবারেই অযৌক্তিক।

এদিকে, মালভিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পুলিশের প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর ফলে নতুন একটি ভাষাগত সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। মালভিয়া মমতাকে 'বিপজ্জনকভাবে উসকানিমূলক' বলে অভিহিত করেন এবং তার বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন।

তবে, গৌরব গগৈ এই বিতর্কের মধ্যে আরও একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আক্রমণ দেখছেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, তা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, বরং এটি বাঙালি ভাষাভাষী জনগণের পরিচয়ে আঘাত। তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে পরিণত করা হচ্ছে বাংলাভাষীদের।' গগৈ উল্লেখ করেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বলা লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিকের ওপর এই আচরণে তাদের সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়।'

গগৈ আরও বলেন, এই ধরনের মন্তব্যের ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভাজন আরও গভীর হতে পারে এবং এটি ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের প্রতি এক বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এখানে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট হচ্ছে, যেখানে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভাষা, পরিচয়, এবং নাগরিকত্ব নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। গগৈর মন্তব্যের মাধ্যমে তা আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, বিজেপির ভাষাগত রাজনীতি শুধুমাত্র এক রাজনীতি হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে গহ্বর সৃষ্টি করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে বাংলাভাষাকে অবমাননা করার অভিযোগ তুললেন, রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি

কলকাতা, ৪ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে বাংলাভাষাকে অবমাননা করার অভিযোগ তুলেছেন, যা দেশব্যাপী একটি নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্কের মূলসূত্র হলো, দিল্লি পুলিশের একটি অফিসিয়াল চিঠি যেখানে বাংলাভাষাকে 'বাংলাদেশি জাতীয় ভাষা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চিঠির বিষয়টি সম্প্রতি সামনে আসায় রাজনীতির মাঠে তীব্র আলোচনার ঝড় উঠেছে।

প্রতিবেদনের অনুযায়ী, চিঠিটি ”বিদেশী আইন” এর অধীনে একটি তদন্ত সংক্রান্ত ছিল এবং এটি বঙ্গভবন, নয়া দিল্লির অফিসার-ইন-চার্জকে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, আটজনকে গ্রেপ্তার করার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 'বাংলাদেশি জাতীয় ভাষা'র জন্য একজন অনুবাদকের প্রয়োজন। এই শব্দটি, বিশেষত বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়েছে, এবং তিনি এই ধরনের ভাষাকে 'অপমানজনক', 'অসাংবিধানিক', 'জাতীয়তাবিরোধী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'বাংলা ভাষা একটি ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধ এবং সাংবিধানিক ভাষা, যা রবি ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষদের রচনা করেছে। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাও বাংলা। তাহলে কীভাবে আমাদের ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলা যেতে পারে?'

তিনি আরও বলেন, 'বাংলা ভাষা কোটি কোটি ভারতীয়ের মুখের ভাষা, যা ভারতীয় সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। অথচ সেটিকে বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে উপস্থাপন করা হলোএটি শুধু বাংলার অপমান নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির অপমান।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'ভাষা আন্দোলন' ঘোষণা করেছেন, যা তিনি এক বছরের জন্য চালিয়ে যাবেন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, এই ধরনের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ছোট করার চেষ্টা করছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন এবং দিল্লি পুলিশ, বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা এ ধরনের অপমান সহ্য করতে পারি না, এবং বাংলাকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।'

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি দাবি করেন, এটি একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, যা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে দুর্বল করার জন্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে চিহ্নিত করা, এটি একটি সুকৌশল রচনা করা, যাতে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত নানা নেতিবাচক বিষয়ের সাথে যুক্ত করা যায়।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'এই ধরনের ভাষা ব্যবহার বাংলার সাংস্কৃতিক অহংকারকে নিঃশেষ করার চেষ্টা। বাংলার ঐতিহ্য ও ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।'

বিজেপি এই বিতর্কে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, 'বাংলা ভাষা দুই ধরনের হতে পারেএকটি যা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত হয়, আর অন্যটি যা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। দুটি ভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, এবং তা ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে স্পষ্ট।' তিনি আরও বলেছেন, 'বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা একটু ভিন্ন রকম, যেহেতু সেখানে অনেক বেশি উর্দু প্রভাবিত শব্দ ব্যবহার হয়।'

বিজেপি এই বিতর্ককে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা হিসেবে তুলে ধরেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি একটি পোস্টে প্রশ্ন করেছে, 'তৃণমূল কংগ্রেস কি এখন বাংলাদেশি অভিবাসীদের রক্ষা করতে চায়, এমনকি ভারতীয় জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ করে?'

বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'তৃণমূল কংগ্রেস যে ভাষার পক্ষ নিচ্ছে, তা মূলত বাংলাদেশের অবৈধ অভিবাসীদের ভাষা, যা পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি ঢুকেছে।'

এটা মনে রাখা জরুরি যে, এই বিতর্কটি এমন সময়ে উঠেছে, যখন গুরগাঁওয়ে (গুড়গাঁও) বাঙালি ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে আচরণ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে যে, তাদের অভিযান মূলত অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তারা বাঙালি শ্রমিকদের লক্ষ্য করছে এমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। তবে, কিছু বাঙালি ভাষাভাষী ব্যক্তির অভিযোগ, তাদের বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'বাঙালি ভাষাভাষীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ চালানো হচ্ছে। আমাদের সরকার এই ধরনের বৈষম্য বরদাস্ত করবে না।'

বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এ ধরনের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বিতর্কের উত্তেজনা দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে তুলেছে। একদিকে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক অহংকার এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সোচ্চার।

এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ভারতের জাতীয় পরিচয়ের বিষয়, যেখানে বাংলা ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক চলছে। এ ধরনের বিষয়গুলো ভবিষ্যতে আরও গভীর রাজনৈতিক সংঘাতের কারণ হতে পারে, এবং আগামী দিনে এই বিতর্কের পরিণতি কী হবে তা সময়ই বলে দেবে।

এই বিতর্ক কেবল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বা ভাষাগত সংকট নয়, বরং এটি জাতীয় পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপরও একটি বড় প্রশ্ন তোলেছে।

মণিপুরে বিপুল সেনা অভিযান: চারটি নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর আট জঙ্গি গ্রেপ্তার, তদন্ত চলছে

ইম্ফল , ৪ আগস্ট : একটি বড় আকারের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে রবিবার মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে চারটি নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর মোট আট জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ জানায়, এই অভিযানের ফলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য এসেছে, তবে জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত চলমান রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথম অভিযানটি ছিল কিপি (পিডব্লিউজি) গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যারা ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব এবং বিশনপুর জেলা থেকে আটক হয়। এই পাঁচজনের মধ্যে ছিলেনএম প্রেমকুমার সিং (২৮), ইয়াম্বেম শিতাল সিং (৩৯), সরোখৈবাম ইনাওটন সিং (৩৮), খঙবন্তাবাম ইনাওচা দেবী (৫২), এবং অইনাম নাওবা সিং (১৮)। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, গুলি চালানো, অপহরণ এবং বেআইনি অস্ত্রের দখলে থাকার অভিযোগ রয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে একটি ৯ মিমি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে, যা তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পুলিশ জানায়, এই জঙ্গিরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত ছিল।

একটি পৃথক অভিযানে, কিপি (তৈবাংগানবা) গোষ্ঠীর সদস্য হেইসনাম বোবো সিং (৩৭)-কে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ইম্ফল পশ্চিমের হাওবাম মাকড়ক থেকে আটক হন। পুলিশের দাবি, তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে চাঁদাবাজি এবং হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগও রয়েছে, এবং তার গ্রেপ্তার রাজ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বড় ধরনের পদক্ষেপ হিসেবে দেখা

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আগরতলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: আগামী ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আগরতলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ ত্রিপুরা পুলিশের আধিকারিক, সংবাদ জগতের কর্মীরা সহ অন্যান্যরা। ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে আসাম রাইফেলস ময়দানে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেশ কিছু বিধি নিষিদ্ধ আরোপ করা হয়েছে। সাংবাদিকরা যাতে নির্ভীঘ্নে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান কভার করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন।

উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিটের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের চেতনাকে সুদৃঢ় করে তুলতে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যেই হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে দেশব্যাপী। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিটের উদ্যোগে ও ৪ঠা আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

আজ ৪ঠা আগস্ট স্বেচ্ছাসেবীরা ভারতের জাতীয় পতাকা চিত্র অঙ্কন করে এবং আমরা সবাই ভারতীয় ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা র পাশাপাশি আমাদের দেশের প্রতি ও অনেক গুলি নৈতিক দায়িত্বও কর্তব্য আছে , সে বার্তাই আজ স্বেচ্ছাসেবীরা প্রচার করেন। এই কর্মসূচিতে অধ্যক্ষা সহঅনেক অধ্যাপিকা রাই সামিল ছিলেন। এদিন স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতি ও ছিল লক্ষ্যনীয়। সমগ্র কর্মসূচিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য।

মণিপুরে কংপোকপিতে ”পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ” ভলিবল টুর্নামেন্টে ৩০টিরও বেশি দল অংশগ্রহণ করল; শান্তি এবং ঐক্যের প্রচারে গুরুত্ব

ইমফল, ৪ অগাস্ট : ১৬তম অসম রাইফেলস এবং কংপোকপি যুব সংঘ , মণিপুরের সহযোগিতায় কংপোকপি জেলা সদর দফতরের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে ”পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ মেনস ভলিবল টুর্নামেন্ট”, যা সমাজে একতা এবং যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৬তম অসম রাইফেলসের কমান্ড্যান্ট কর্নেল সানদীপ শর্মা এবং কংপোকপির বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠনের নেতারা। তাদের উপস্থিতি এই অঞ্চলে তৃণমূল ক্রীড়া কার্যক্রমের গুরুত্ব এবং শান্তি ও সামাজিক সঙ্গতি স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্রীড়ার ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা প্রতিফলিত করেছে।

কংপোকপি ও আশপাশের এলাকাগুলি থেকে ৩০টিরও বেশি ভলিবল দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে, যার জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রবেশ ফি মুক্ত। এই ইভেন্টটি কেবল প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া নিয়ে উচ্ছ্বাস আনছে না, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে একতা এবং শান্তি স্থাপনের একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি ছিল পিএমএ কংপোকপি এবং মোটবং দলের মধ্যে। মোটবং দল ২৫-১৮, ২৫-২০ এবং ২৫-২১ স্কোরে সরাসরি জয় লাভ করে, যা প্রতিযোগিতার জন্য শক্তিশালী সূচনা করেছে।

টুর্নামেন্টের আয়োজনকারীরা খেলার উৎকর্ষতা এবং নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। চ্যাম্পিয়ন দলকে ৩০,০০০ নগদ পুরস্কার, একটি ট্রফি, মেডেল এবং সনদপত্র দেওয়া হবে। রানার-আপ দলকে ২০,০০০ নগদ পুরস্কার, একটি ট্রফি, মেডেল এবং সনদপত্র প্রদান করা হবে। এছাড়া, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়কে একটি ট্রফি, মেডেল এবং সনদপত্রের মাধ্যমে সম্মানিত করা হবে। এই পুরস্কারগুলো প্রতিযোগিতার মান উন্নত করতে এবং খেলোয়াড়দের প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে সহায়তা করবে।

আয়োজকরা বলেছেন, এই টুর্নামেন্ট শুধু বিজয়ী হওয়ার জন্য নয়, বরং শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখে মনে হচ্ছে, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে আরও দারুণ পারফরম্যান্স দেখা যাবে, যেখানে দলগুলি আকাঙ্ক্ষিত শিরোপার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ”পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ভলিবল টুর্নামেন্ট” শান্তি এবং একতা প্রতিষ্ঠায় ক্রীড়ার শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম। ক্রীড়া শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে কংপোকপি এবং আশপাশের অঞ্চলে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মোহনপুর বাজারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ মোহনপুর বাজারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় সাথে ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার স্বপন দাস, মোহনপুরের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সুমিত্র দে, মোহনপুর বাজার কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি, সমাজসেবী শ্যামল দেবনাথ, বিকাশ দাস, নির্মল দেব প্রমুখ।

জন্মের পর থেকে মূত্রনালীর সমস্যা, সন্তানকে সুস্থ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন অসহায় পিতা

আগরতলা, ৪ আগস্ট: জন্মের পর থেকে মূত্রনালীর সমস্যা ছোট শিশুর। ২ বছরের সন্তানকে সুস্থ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন অসহায় পিতা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, জন্মের পর থেকেই মূত্রনালীর সমস্যা কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার বাসিন্দা আবু হানিফের ছেলে সন্তান আবু জার। তার বর্তমান বয়স দুই বছর। জন্মের পর থেকেই প্রস্রাব হচ্ছিলো না তার। অস্ত্রোপচারের পর পেটের মাধ্যমে প্রস্রাব করা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তখন ডাক্তার বলেছিলেন দুই বছর পর আবার অস্ত্রোপচার করে সমস্যা সমাধান হবে। দুই বছর পূর্ন হওয়ায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর এখন নতুন করে কিডনিতেও সমস্যা ধরা পড়ে শিশুটির। শিশুটির চিকিৎসার জন্য দুই বছরে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়। দাওধারানী মাদ্রাসায় কর্মরত বেসরকারি শিক্ষক পিতা আবু হানিফের।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাকে সুস্থ করতে হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে অস্ত্রোপচার করাতে হবে। কিন্তু নতুন করে আবার অপারেশন জন্য টাকা নেই এই পিতার। আবারো আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছেলের চিকিৎসার জন্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ মানুষের কাছে সাহায্য চাইছে শিক্ষক পিতা আবু হানিফ।

এজিএমসি. এবং জিবিপি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লক পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে এ.জি.এম.সি. এবং জি.বি.পি. হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল সুপার স্পেশালিটি ব্লকের ও.টি. কমপ্লেক্স, নিউরোলোজি ওয়ার্ড, প্লাস্টিক সার্জারি ওয়ার্ড, ইউরোলোজি ওয়ার্ড, গ্যাস্ট্রোএন্টোলোজি ওয়ার্ড ইত্যাদি ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনের সময় জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শংকর চক্রবর্তী সুপার স্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন সুবিধা এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের বিস্তারিত তথ্য রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেন। সে সময় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) অরূপ কুমার সাহা, সুপার স্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকগণ।

আমতলী থানার পুলিশের জালে কুখ্যাত বাইক চোর নিবাস দেববর্মা

আগরতলা, ৪ আগস্ট: মধুপুর বাজার থেকে চুরি হওয়া একটি বাইক উদ্ধার করে আমতলী থানার পুলিশ। সাথে কুখ্যাত বাইক চোর নিবাস দেববর্মাকে পুলিশ। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি এমনটাই জানিয়েছেন ওসি পরিতোষ দাস।

ঘটনার বিবরণে ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, গতকাল ফুলতলী এলাকায় রাত্রিকালীন পাহারা দেওয়ার সময় পুলিশ সন্দেহভাজন বাইকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে জানা গিয়েছে সে বাইকটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। সাথে সাথে বাইক চোর নিবাস দেববর্মাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আগেও মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

ঝুলন যাত্রাকে কেন্দ্র করে ইসকন মন্দির, জগন্নাথ জিও মন্দির সহ কৃষ্ণ মন্দিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত পালিত হয় ঝুলন যাত্রা। এবছর ঝুলন যাত্রা শুরু হবে আগামী ৫ আগস্ট থেকে এবং চলবে আগামী ৯ আগস্ট পর্যন্ত। অর্থাৎ, একাদশী তিথি থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত এই ঝুলন যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণর শৈশব-স্মৃতি, বিশেষতঃ সখা-সখীদের সাথে দোলনায় দোলার প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপরযুগে এই ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল। এর পর থেকে এখনো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পাশাপাশি সকল রাধাকৃষ্ণ ভক্তরাই ঝুলন যাত্রা ঘটা করে পালন করে।

ঝুলন যাত্রাকে ঘিরে আগরতলা শহরের ইসকন মন্দির, জগন্নাথ জিও মন্দির সহ কৃষ্ণ মন্দির এ চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ইসকন মন্দিরে প্রত্যেকদিনই থাকবে বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ক আলোচনা, কীর্তন পাশাপাশি ভক্তদের জন্য থাকবে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থাও। জগন্নাথ জিও মন্দিরে থাকবে শ্রীভগবৎলীলা প্রদর্শনী।

কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এবং দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগের সহযোগিতায় কল্যানপুরে কার্যকরী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৪ আগস্ট: যেকোনো পরিস্থিতিতে অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হলে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সার্বিকভাবে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী পরিস্থিতিতে কি করতে হবে এই বিষয় সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এই বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এবং দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগের সহযোগিতায় কল্যানপুরে কার্যকরী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে হাতে কলমে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং সর্বতো ভাবে সচেতনতার রাস্তায় কিভাবে হাঁটতে হবে এই বিষয় সম্পর্কে জানানো হয়। গোটা আয়োজনে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ী এবং একাংশ পথচারীদের শামিল থাকতে দেখা গেছে।

আয়োজকদের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে মূলত অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ।

াঙ্গন

বেঙ্গল টাইগার্স - টিসিএ একাদশ প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুষলধারে বৃষ্টি। প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ মাঝ পথে পরিত্যক্ত হয়েছে। ক্রিকেটের হিসেবে দুই ম্যাচের সিরিজ ১-০ তে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে। তবে কমলপুরের ম্যাচটির মতো এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য দেরিতে খেলা শুরু হয়েছে বলে টি-১০ ফরম্যাটে হলে কিন্তু ম্যাচটির একটি মীমাংসা হতে পারতো। সিরিজটি শেষ পর্যন্ত সমতা বিরাজ করতো, অন্যথায় ত্রিপুরার পক্ষে সিরিজ ২-০ হতো। কমলপুরে নবনির্মিত ক্রিকেট মাঠ, স্টেডিয়াম ও ক্লাব হাউস আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে রবিবার প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। টি-টেন ফরম্যাটে বেঙ্গল টাইগার্স বনাম টিসিএ একাদশের মধ্যে। এতে টিসিএ একাদশ ৭ উইকেটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে সিরিজ ১-০ তে এগিয়ে নিয়েছে। সূচি অনুযায়ী আজ, দ্বিতীয় তথা অন্তিম ম্যাচ হচ্ছিল এমবিবি স্টেডিয়ামে। ম্যাচের শুরুতে জাতীয় স্তোত্র পরিবেশন এবং নিয়ম অনুযায়ী টস-এর মাধ্যমে বেলা একটা নাগাদ ম্যাচ শুরু হলে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে টিসিএ একাদশ সীমিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে স্বপন দাস অপরাজিত ভূমিকায় সর্বাধিক ৬৭ রান সংগ্রহ করে ৩৯ বল খেলে, পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। রাজিব সাহার ব্যাট থেকে আসে ৪৬ রান ৪৫ বল খেলে, পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। তাছাড়া, অনিরুদ্ধ সাহা সংগ্রহ করেছে ১৭ রান ১৭ বল খেলে। বেঙ্গল টাইগার্স-এর শতদ্বীপ সাহা দুইটি উইকেট পেয়েছে তের রানের বিনিময়ে। জ্যামি ব্যানার্জি, আদিত্য রায় ব্যানার্জি ও রাহুল মজুমদার প্রত্যেকে পেয়েছে একটি করে উইকেট। টিসিএ একাদশের ইনিংস শেষ হতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে আর তেমন কোনও ম্যাচ এগিয়ে নেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। যার ফলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ অতঃপর পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা দিতে হয়। ম্যাচ উপলক্ষে এমবিবি স্টেডিয়ামে টিসিএ-র এপেক্স বোর্ডের মেম্বার, লাইফ মেম্বার থেকে শুরু করে কার্যকরী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সচিব সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজীব সাধনের জোড়া গোল, রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারিয়ে হ্যাটট্রিক বুলেটস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজিব সাধনের জোড়া গোল। জয়ের হ্যাটট্রিক লাইন বুলেটস-এর। লাগাতর তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নাইন বুলেটস এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের আসর। প্রথম ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ৪-০ গোলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ফরওয়ার্ড ক্লাবের মতো শক্তিশালী দলকে ৩-১ গোলে হারানোর পর তারুণ্যে ভরা দল নাইন বুলেটস আজ, সোমবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে দুই-এক গোলের ব্যবধানে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারিয়ে।

তবে প্রথমে কিন্তু নাইন বুলেটস এক গোলে পিছিয়ে ছিল। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় দিনের প্রথম খেলার প্রথম থেকেই বুলেটস-এর খেলোয়াররা আক্রমণে উঠে আসলেও খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় অকস্মাৎ পাল্টা আক্রমণে রামকৃষ্ণ ক্লাবের এস. এন মাইতির গোলে ১-০ তে লিড পায়। তবে রামকৃষ্ণ ক্লাব দীর্ঘক্ষণ এই এগিয়ে থাকার সাধ ধরে রাখতে পারেনি। সাত মিনিট বাদেই রাজীব সাধন জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

উত্তেজনা পূর্ণ আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা ১-১ গোলে ড্র তে সমতা বিরাজ করলে দ্বিতীয় আর্ধ শুরুতে দুদলের খেলোয়াড়রা পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করতে শুরু করে। অবশেষে খেলার ৭৩ মিনিটের মাথায় রাজীব সাধন জমাতিয়া আরও একটি গোল করলে খেলার ব্যবধান বেড়ে ২-১ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ লড়াইয়ে খেলার প্রথমার্ধে দু-দলের দুইজনকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি তাপস দেবনাথ হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা, সন্ধ্যা ছয় টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব।

ইংল্যান্ডের দাবি মেনে ওভালে চলছে ভারী রোলার! ভারতকে জেতাতে পারবেন সিরাজ-প্রসিদ্ধরা?

ওভালে পঞ্চম দিন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটবিশ্ব। ভারতের দেওয়া ৩৭৪ রানের লক্ষ্যের জবাবে ইংল্যান্ডের রান এখন ৬ উইকেটে ৩৩৯। অর্থাৎ, জয়ের জন্য এখনও ৩৫ রান বাকি। ভারতের দরকার ৪ উইকেট। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ পরিকল্পনা খাটিয়ে বাড়তি সুবিধা পেতে পারে ইংল্যান্ড। জানা যাচ্ছে, পঞ্চম দিন শুরুর আগে ভারী রোলারের ব্যবহার করতে পারে তারা। এর ফলে পিচ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। যাতে অনেকটাই সুবিধা পেতে পারেন ব্যাটাররা। প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে ভারতকে জেতাতে পারবেন সিরাজ-প্রসিদ্ধরা? ভারী রোলার ব্যবহার করলে কেন সুবিধা পাবে ইংল্যান্ড? খেলা শুরুর আগে কি পিচে রোলার চালানো যায়? কী বলছে আইসিসি'র নিয়ম? আইসিসি'র রুল বুক অনুযায়ী, যে দল ব্যাটিং করছে, তাদের অধিনায়কের আর্জিতে পিচে রোলার চালানো যেতে পারে। কোনও ইনিংসের শুরুতে কিংবা প্রতিদিন খেলা শুরুর আগে রোলার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু খেলা শুরুর ৩০ মিনিট আগে কোনওভাবেই রোলার চালানো যায় না পিচে। কিন্তু অধিনায়কের অনুরোধে খেলা শুরুর অন্তত ১০ মিনিট আগে রোলিংয়ের কাজ শেষ করতে হবে।

পিচে যদি এই ধরনের রোলার চালানো হয়, তাহলে কী হয়? বোলারদের ফুটমার্কের ফলে তৈরি হওয়া ক্ষত রোলারের ব্যবহারে অনেকটাই কমানো যায়। মুহূর্তের মধ্যে পাটা পিচ তৈরি হয়ে যেতে পারে। এতে ব্যাটিংয়ের সুবিধা হয়। চতুর্থ দিনের শুরুতে পিচে রোলার চালিয়ে সফল হয়েছিল ইংল্যান্ড। এবার পঞ্চম দিনেও যদিও রোলার চালানো হয়, তাহলে চাপ বাড়বে ভারতের।অন্যদিকে বিবিসি ওয়েদার জানিয়েছে, স্থানীয় সময় দুপুর ১টার দিকে বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক এই সময় লাঞ্চ শুরু হয়। মনে করা হচ্ছে, এর আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। তবে সকাল শুরু হবে মেঘলা আকাশ দিয়ে। এই আবহাওয়া পেসারদের সহায়ক হতে পারে।

অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারতীয় ফুটবল দলে, ফুল ফোটাতে তৈরি অ্যাম্বুল্যান্স চালকের ছেলে সাহিল

নিম্নবিত্ত পরিবারের নিত্যদিনের সঙ্গী অনটন। তবুও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাম্বুল্যান্স চালকের ছেলে। অবশেষে মিলল সাফল্য, জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি পরে মাঠে নামতে চলেছেন হাবড়ার সাহিল হরিজন। কলকাতা মাঠে পরিচিত মুখ ইউনাইটেড স্পোর্টসের এই ফুটবলার। এবার অনূর্ধ-২৩ দলেও ফুল ফোটাতে তৈরি সাহিল।১৯ বছর বয়সি ফুটবলারের বাড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। বাবা অজয় হরিজন পুরসভার অস্থায়ী অ্যাম্বুল্যান্স চালক, মা গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকে সাহিলের ফুটবলের প্রতি টান দেখে বাবাই তাঁর প্রথম প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। তখনই সাহিলের প্রতিভা চোখে পড়ে। অভাব থাকা সত্ত্বেও সাহিলকে অশোকনগরের একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করায় পরিবার।তখন বয়স ছয় বছর। সেই থেকেই মা-বাবার কষ্ট কমাতে, ফুটবলে ভবিষ্যৎ তৈরির লক্ষ্যে চোয়াল শক্ত করে মাঠে অনুশীলন শুরু করেন সাহিল। কল্যাণীর ইউনাইটেড স্পোর্ট ক্লাবে খেলা থেকেই নজরে পড়তে শুরু করেন। সেখান থেকেই জেলা, সন্তোষ ট্রফি, কলকাতা লিগ, সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগ খেলে নাম ছড়াতে থাকে সাহিলের। এরপর দীর্ঘ এই পরিশ্রমে ফসল হিসাবে অনূর্ধ ২৩ ভারতীয় ফুটবল দলে ডাক পেলেন তিনি।জাতীয় দলের জার্সি পরে এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ কাপে মাঠে দেখা যাবে তাঁকে। সামাজিক মাধ্যমে সাহিলের এই কৃতিত্বের জন্য শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে চলেছে। ভীষণ খুশি তাঁর পাড়া-প্রতিবেশীরা। বাবা অজয় হরিজন জানিয়েছেন, "ছেলেকে ভালো প্রশিক্ষণ দিতে পারিনি, তেমন কোনও চাহিদাই পূরণ করতে পারিনি। কঠোর পরিশ্রম করে ছেলে আজ দেশের হয়ে খেলার ডাক পেয়েছে। খেলার মাঠে ও যেন সেরাটা দিতে পারে, দেশকে যেন জয় এনে দিতে পারে, সেই কামনা করি।" সাহিলের প্রথম ফুটবল কোচ সৌরজিৎ দাস বলেন, "প্রথম দিন থেকেই সাহিলের পায়ে অসাধারণ স্কিল দেখেছি। একইসঙ্গে আছে দুরন্ত গতি। আমার বিশ্বাস, দেশের হয়ে সাহিল সেরাটা উজাড় করে দেবে।" দেশের হয়ে খেলার জন্য ইতিমধ্যে হাবড়ার মাটি ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেছেন সাহিল। সেখানেই চলছে জাতীয় দলের হয়ে খেলার প্রস্তুতি।

অনুপ্রেরণার নাম পন্থ! দলের প্রয়োজনে ভাঙা কাঁধ নিয়েই ব্যাট করতে নামবেন ওকস

ওভাল টেস্টের পঞ্চম দিন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। জয়ের জন্য এখনও ৩৭ রান প্রয়োজন ইংল্যান্ডের। ভারতের দরকার ৪ উইকেট। এমন হাড্ডাহাড্ডি পরিস্থিতিতে তাঁদের মনে একটা প্রশ্ন, আহত পেসার ক্রিস ওকস কি পঞ্চম দিন ব্যাট করতে নামবেন? জো রুট স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দলের প্রয়োজনে ব্যাট করতে নামবেন ওকস। এক্ষেত্রে কি ঋষভ পন্থের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনি? রুটও কিন্তু তাঁর কথায় টেনে এনেছেন পন্থের প্রসঙ্গও।চতুর্থ দিন আর্ম স্লিং পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে ওকসকে। এরপর তাঁকে জার্সি পরে থাকতেও দেখা যায়। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে রুট বলেন, "সবাই ওকে দেখেছে। খুবই যন্ত্রণার মধ্যে আছে। তবুও ও প্রস্তুত।" এরপরেই পন্থের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি।ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষকের নাম না করে রুট বলেন, "এই সিরিজে ভাঙা পা নিয়েও ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে একজনকে। দলের প্রয়োজনে চোট নিয়ে অনেকেই এমন ঝুঁকি নেয়। ওকস তার ব্যতিক্রম নয়। ওর চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা করতে হবে। ইংল্যান্ডের জন্য ও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। তবে, আশা করি ওকে নামতে হবে না। তার আগেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেব আমরা।"ওভাল টেস্টের প্রথম দিন চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার আগে কেএল রাহুলের উইকেট নিয়েছিলেন ওকস। ৫৭তম ওভারে করুণ নায়ারের শট আটকাতে বাউন্ডারি লাইনে ডাইভ দেন। বাউন্ডারি বাঁচিয়ে ফেললেও বাঁ কাঁধে চোট পান ওকস। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। তখনই অনুমান করা গিয়েছিল, ওভালে আর বল করতে পারবেন না ইংরেজ পেসার। দ্বিতীয় দিন সকালে খেলা শুরুর আগেই ইসিবি'র এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, পঞ্চম টেস্টে আর খেলতে পারবেন না ওকস। তবে, দলের প্রয়োজনে ভাঙা কাঁধ নিয়েই ব্যাট হাতে নেমে পড়তে প্রস্তুত ৩৬ বছর বয়সি এই পেসার।

পাঁচ টেস্টে ৫৩২ রান, কী ভাবে ইংল্যান্ডে গিয়ে এত সফল হলেন রাহুল, জানালেন প্রাক্তন সহকারী কোচ নায়ার

আইপিএল শেষ হওয়ার পর একটুও সময় নষ্ট করতে চাননি কেএল রাহুল। প্রতিটা মিনিট ইংল্যান্ড সফরের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। সে কারণেই ইংল্যান্ডে গিয়ে এতটা সফল হয়েছেন ভারতের ওপেনার। এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার।ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন রাহুল। পাঁচ টেস্টে দুটো শতরান এবং দুটো অর্ধশতরান-সহ ৫৩২ রান করেছেন তিনি। ভারতের সহকারী কোচ থাকার সময় রাহুলের সঙ্গে কাজ করেছেন নায়ার। রাহুল কী বদল এনেছেন তা ফাঁস করতে চাননি। তবে তাঁর সাফল্য দেখে মুগ্ধ।নায়ার বলেছেন, "রাহুলের মধ্যে যা যা বদল দেখেছি তা বলতে রাজি নই। তাতে সব কিছু খোলসা হয়ে যাবে। সকলে সব বুঝে যাবে। তবে এটা বলতে পারি, যা-ই পরিবর্তন করে থাকুক, দারুণ কাজে লেগেছে।

জাতীয় অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতায় আরাধ্যা দাসের সাড়ে চার পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত লড়াই করছে পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। জলগাওই অনুষ্ঠিত ৩৮ তম অনূর্ধ ১১ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায়। সোমবার আসরের চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ রাউন্ড শেষে ত্রিপুরার দাবারুদের মধ্যে আরাধ্যা দাস সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের অপর দাবারুদের মধ্যে বালিকা বিভাগে আধ্যা দেও তিন পয়েন্ট, আদ্রিজা সাহা আড়াই পয়েন্ট, শিবাদ্রিতা দেবনাথ দুই পয়েন্ট, বালক বিভাগে অন্তরিপ আচারিয়া এবং অভ্রনীল দের পয়েন্ট ২। আজ আসরের ষষ্ঠ এবং সপ্তম রাউন্ডের খেলা হবে। এ খবর জানান রাজ্য দলের ম্যানেজার ডঃ সুরজিৎ দেবনাথ।

আরও ৫ বছর খেলতে পারেন ধোনি, একটা অনুমতি পেয়েছেন, আরও একটার অপেক্ষায় আছেন মাহি!

হেলিকপ্টার শট মারার মতো করেই অবসরের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তাঁর বক্তব্য, সব ঠিক থাকলে আরও পাঁচ বছর ক্রিকেট খেলতে পারেন। আগামী আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের ভাল ফল নিয়েও আশাবাদী ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।গত দু'বছর ধরে নানা জল্পনা চলছে ধোনির অবসরকে ঘিরে। একাধিক বার তাঁকে প্রশ্নও করা হয়েছে। প্রতিবারই বলেছেন, সিদ্ধান্ত নেননি। সময় এলে ভাববেন। আবারও একই প্রশ্ন শুনে এক রকম উড়িয়েই দিলেন মাহি।আগামী বছর আইপিএল খেলেই কি অবসর নেবেন? এক অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয় ধোনিকে। সরাসরি উত্তর না দিয়ে মজা করে তিনি বলেছেন, "একটা ব্যাপারে অনুমতি পেয়েছি। মনে হয় আরও পাঁচ বছর খেলতে পারব। কিন্তু সমস্যা হল, আমাকে ছাড়পত্র দিয়েছে শুধু দৃষ্টিশক্তি। শরীরে ছাড়পত্রও প্রয়োজন। শুধু চোখ দিয়ে তো ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়।"গত বছর আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংস প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি। রুতুরজ গায়কোয়াড় চোট পাওয়ায় প্রতিযোগিতার মাঝপথে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে ভারতের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার ।ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন রাহুল। পাঁচ টেস্টে দুটো শতরান এবং দুটো অর্ধশতরান-সহ ৫৩২ রান করেছেন তিনি। ভারতের সহকারী কোচ থাকার সময় রাহুলের সঙ্গে কাজ করেছেন নায়ার। রাহুল কী বদল এনেছেন তা ফাঁস করতে চাননি। তবে তাঁর সাফল্য দেখে মুগ্ধ।নায়ার বলেছেন, "রাহুলের মধ্যে যা যা বদল দেখেছি তা বলতে রাজি নই। তাতে সব কিছু খোলসা হয়ে যাবে। সকলে সব বুঝে যাবে

'দেশের তোমাকে প্রয়োজন', কোহলিকে অবসর ভেঙে ফেরার কাতর আর্জি থারুরের

নাটকীয় জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। ওভালে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ৩৭ রান। ভারতের প্রয়োজন চার উইকেট। টিম ইন্ডিয়া জিতলে সিরিজ ড্র রেখে বিলেত থেকে দেশে ফিরবে। কিন্তু অনেকেই মনে করছেন, এই দলে বিরাট কোহলির মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকলে সিরিজের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। দেশের বহু ক্রিকেটপ্রেমীর মতো কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও 'মিস' করছেন কোহলিকে।শশী থারুর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমি এই সিরিজে বিরাট কোহলিকে বেশ কয়েকবার মিস করেছি। তবে এই টেস্টে ওকে যতটা মিস করেছি, কখনও তাকে এতটা মিস করিনি। ওর অসাধারণ ব্যাটিং দক্ষতা, ধৈর্য, আবেগ, মাঠে উপস্থিত থেকে দলকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার ক্ষমতা বাদ দেওয়া যায় না। যা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের ফলাফল বদলে দিতে পারে।

ওকে অবসর থেকে বার করে আনায় কি খুব দেরি হয়ে গিয়েছে? দেশের তোমাকে প্রয়োজন বিরাট।' থারুরের এই পোস্ট সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।অর্থাৎ, কোহলিকে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানালেন কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড সফরের ঠিক আগে লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন বিরাট। তাঁর সিদ্ধান্ত দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কষ্ট দিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ায় তাঁর মতো ক্রিকেটারের অভাব অনুভূত হচ্ছে।দেশের হয়ে ১২৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন কোহলি। ৯২৩০ রান করেছেন তিনি। গড় ৪৬.৮৫। ৩০টি সেঞ্চুরি এবং ৩১টি হাফসেঞ্চুরির মালিক তিনি। সেরা স্কোর অপরাজিত ২৫৪। তাঁর ক্যাপ্টেনসিতে ৬৮টি টেস্টের মধ্যে ৪০টিতে জিতেছে ভারত। এখন দেখার, থারুরের কাতর অনুরোধে সাড়া দেন কি না কোহলি।

বিক্ষোভে জেরবার ক্লাব, কলকাতা লিগে প্রথম জয়ের খোঁজে আজ নামছে মহামেডান

মহামেডান ক্লাবে বিক্ষোভ এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। সোমবার ঘরোয়া লিগের ম্যাচ খেলতে নামবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর ছেলেরা। তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে ক্লাব তাঁবুতে শ'খানেক সাদা-কালো সমর্থক ডেপুটেশন দিতে এসে স্লোগান তুলে গেলেন। সোমবার পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সাদা-কালো শিবিরে ভালো খবর চোট পাওয়া উপেন টুডু সুস্থ হচ্ছেন।মেহরাজ বলেছেন, "ডুরান্ডে ছেলেরা যা খেলেছে তাতে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। হয়তো জয় পাইনি, সেটা অনভিজ্ঞতার জন্য। আশা করি সোমবার আমরা ঘুরে দাঁড়াব এই ম্যাচ থেকে।" পাঁচটি ম্যাচ খেলে ফেললেও এখনও পর্যন্ত ঘরোয়া লিগে জয়ের দেখা পায়নি মহামেডান। তারমধ্যে চারটি ম্যাচই আবার হারের সামনে পড়তে হয়েছে সজল বাগদের। একটি মাত্র ম্যাচে ড্র এসেছে। সোমবার প্রথম একাদশে চোট কাটিয়ে উপেন টুডু ফিরলেও চোটের তালিকায় রয়েছেন অ্যাশলে কোলি। হালকা চোট রয়েছে অ্যাডিসনেরও।এমন পরিস্থিতিতেও কোচ মেহরাজ বলছেন, আগের থেকে দলের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ছে। তবে ঘরোয়া লিগে ছয় ভূমিপুত্র বাধ্যতামূলক হওয়ায় তরুণ ভূমিপুত্র ফুটবলারদের অভিজ্ঞতা কম থাকায় দল সাজাতে সমস্যায় পড়ছেন বলে মনে করছেন তিনি। আরও আশা করছেন, যেভাবে দল উন্নতি করছে তাতে দল ঘুরে দাঁড়াবেই। এই পরিস্থিতি থেকেও ইতিবাচক দিকগুলোকে ফুটবলারদের সামনে তুলে ধরছেন মহামেডান কোচ।অন্যদিকে ছয় ম্যাচ খেলে তিনটে জয় তিনটে ড্রয়ের সৌজন্যে পিয়ারলেস দাঁড়িয়ে লিগ টেবলের চতুর্থ স্থানে। তাদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। সেখানে মহামেডান লিগ টেবলের সব শেষে দাঁড়িয়ে। তাদের সংগ্রহ ১ পয়েন্ট।

লেজেন্ডসদের লিগে আর খেলবই না! ভারতের নামে 'নালিশ' করে সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের

লেজেন্ডসদের চ্যাম্পিয়নশিপে আর খেলতে নারাজ পাকিস্তান। সেই নিয়ে রীতিমতো ঘোষণা করে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সদ্য লেজেন্ডসদের লিগের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যুদস্ত হয়েছেন সোয়েব মালিকরা। তারপরই বড় সিদ্ধান্ত নিল পিসিবি। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যেও ঘুরেফিরে সেই ভারতকেই দোষারোপ করলেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি।একবার নয়, দু'বার ভারতের কাছে প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে হয়েছে শাহিদ আফ্রিদিদের। গ্রুপ পর্বে তো বটেই, সেমিফাইনালেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামতে রাজি হননি যুবরাজ সিং-শিখর ধাওয়ানরা। পহেলগাঁও জঙ্গিহামলার পর যে সিদ্ধান্ত ধাওয়ানরা নিয়েছিলেন, সেটাই তাঁরা বজায় রেখেছেন। সেমিফাইনালে ভারত না খেলায় কার্যত 'ফ্রি'তে ফাইনালে উঠে যায় পাকিস্তান। যদিও শেষরক্ষা হয়নি।কিন্তু গ্রুপ পর্বে ভারত না খেললেও দুই দল ১ পয়েন্ট করে পেয়েছিল। আর তাতেই এত নালিশ পিসিবি'র। তারা জানিয়েছে, 'পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা করছে, ভবিষ্যতে বিশ্ব লেজেন্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে আর খেলবে না।' তার কারণ, ভারত ম্যাচ প্রত্যাহার করেও কেন পয়েন্ট পাবে? তারা নিজেরাই তো মাঠে নামতে চায়নি।পিসিবি এক বার্তায় বলা হয়েছে, 'এই পয়েন্ট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট ও দু'মুখো আচরণ। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বোঝা যাচ্ছে, খেলাধুলোর নিরপেক্ষতার বদলে এর মধ্যেও বাইরের প্রভাব রয়েছে। যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। পিসিবি এর প্রতিবাদ করছে। যেখানে খেলাধুলোর সততাকে মাথায় রাখা হয় না ও বাইরের চাপের কাছে প্রশাসকরা নতিস্বীকার করে, সেখানে পিসিবি আর কোনওদিন খেলবে না।' বাইরের চাপ বলতে সম্ভবত নকভি ভারত তথা বিসিসিআইয়ের কথাই বলছেন। উল্লেখ্য, আইসিসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান জয় শাহ।

ক্যাচ ধরেও বাউন্ডারির বাইরে পা সিরাজের, 'হাস্যকর' ভুলে ওভালে ভুগবে না তো ভারত?

মহম্মদ সিরাজের আশ্চর্যজনক ভুল! তার ফলে ওভালে টেস্ট হাতছাড়া হবে না তো ভারতের? সহজ ক্যাচ মিস করে হ্যারি ব্রুককে নতুন জীবনদান করলেন সিরাজ। বল ধরে সোজা বাউন্ডারির বাইরে পা দিয়ে বসলেন ভারতীয় পেসার। এই কাণ্ড দেখে অবাক অধিনায়ক শুভমান গিল ও ভারতীয় দলের বাকি প্লেয়াররাও।ভারতের ৩৭৪ রান তাড়া করতে গিয়ে তখন ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রানে ইংল্যান্ড। ব্যাট করছেন হ্যারি ব্রুক ও জো রুট। বেন ডাকেট (৫৪) ও অলি পোপকে (২৭) আউট করে ম্যাচ ক্রমশ হাতের মুঠোয় ভরার দিকে এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও পালটা আক্রমণ শুরু করেন হ্যারি ব্রুক। আকাশ দীপের ওভারেও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন।তার পরের ওভারে বল করতে আসেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। প্রথম বলেই ফাইন লেগে বড় শট মারেন ব্রুক। বল সোজা চলে আসে সিরাজের হাতে। ক্যাচ ধরেও ফেলেন তিনি। কিন্তু ভারসাম্য রাখতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে পা দিয়ে ফেলেন তিনি। তারপর মাঠের বাইরেই চলে যান। আউটের বদলে ছয় রান পান ব্রুক। পাশেই তখন ছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও পরে মাথায় দিয়ে বসেন। একই অবস্থা বোলার প্রসিদ্ধরও। তিনিও আনন্দে দু'হাত ছুড়ে দেন। তারপরই হতাশায় মুখ ঢেকে ফেলেন। অধিনায়ক শুভমান গিলও ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি।ওই ওভারে আরও দুটি চার মারেন ব্রুক। মোট ওঠে ১৪ রান। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ৩ উইকেট হারিয়ে ১৬৪। কথায় বলে ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস।

বল হাতে দাপট দেখালেও সিরাজের এই ক্যাচ মিস ভোগাবে না তো ভারতকে? পিচে সেরকম বিপদ নেই। ব্রুকরা স্বচ্ছন্দে ব্যাট চালাচ্ছেন। ফলে সিরাজের এই ভুল নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

ক্যাচ ধরেও বাউন্ডারির বাইরে, হতাশায় মুখ ঢেকে ফেললেন সিরাজ, ক্ষমা চেয়ে নিলেন প্রসিদ্ধের কাছে

রবিবার ওভাল টেস্টের চতুর্থ দিন হ্যারি ব্রুককে ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছে ভারত। বাউন্ডারির ধারে তাঁর ক্যাচ নিয়েও দড়ির ও পারে চলে যান মহম্মদ সিরাজ। হতাশায় তখনই মুখ ঢেকে ফেলেন ভারতের বোলার। পরে ক্ষমাও চেয়ে নেন বোলার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের কাছে।৩৫তম ওভারের প্রথম বলে ঘটনাটি ঘটে। তখন ব্রুক ১৯ রানে ব্যাট করছিলেন। প্রসিদ্ধের বল পুল করেছিলেন ব্রুক। মিড অনে থাকা সিরাজ সেই বল তালুবন্দি করে নেন। কিন্তু টাল সামলাতে পারেননি। তখনই সিরাজের পা বাউন্ডারির দড়িতে লাগে। সিরাজও বল সমেত বাউন্ডারির ও পারে চলে যান। অর্থাৎ যেটা আউট হওয়ার কথা ছিল, সেটা ছয় হয়ে যায়।সিরাজ ক্যাচ ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ দু'হাত মেলে উচ্ছ্বাস করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ছয় হয়ে যেতেই এক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। একই কাজ করেন সিরাজও। বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না ছয় হয়ে গিয়েছে। মুখ ঢেকে রাখার সময় সিরাজের সামনে থাকা ইংরেজ দর্শকেরাও কটাক্ষ করতে থাকেন।সিরাজের পাশেই ছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তিনিও মাথায় হাত দেন। দূরে থাকা আকাশদীপও উচ্ছ্বাস করতে করতে থেমে যান সিরাজের সুযোগ নষ্ট দেখে। পরে সিরাজ এগিয়ে এসে প্রসিদ্ধের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। প্রসিদ্ধও হাসিমুখে সিরাজকে জড়িয়ে ধরেন।ওভাল টেস্টে ইংল্যান্ডের সামনে ৩৭৪ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ভারত। ইংল্যান্ড টেস্ট জিতলে সিরিজও জিতে নেবে। ভারত জিতলে সিরিজে সমতা ফেরানোর সুযোগ থাকবে।

সোমবার প্রয়াতি শিবু সোরেনের মৃতদেহে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ধর্মনগরে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করল ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ আগস্ট:উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করল ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য স্কুল স্তরের শিক্ষার্থীদের শিশু অধিকার, সুরক্ষা ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

আজ ধর্মনগরের রাজবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন টিসিপিসিআর-এর চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য চামেলি সাহা, গৌতম কুমার শিল, মনিকা দেববর্মা সহ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, "শিশুরা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সুরক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।" বিশেষজ্ঞরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়গুলির সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে মতবিনিময় করেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা নানা প্রশ্ন তোলে, যার উত্তর দেন টিসিপিসিআর -এর সদস্যরা।

জানা গেছে, এই কর্মসূচির প্রথম ধাপে ধর্মনগর মহকুমার চারটি স্কুলে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের অন্যান্য স্কুলেও এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কমিশনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এই উদ্যোগ ত্রিপুরা রাজ্যে শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি সমাজে একটি সচেতনতা ভিত্তিক ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাতের আঁধারে ফুলতলী বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ৪ আগস্ট : রাতের আঁধারে ফুলতলী বাজারে এক দোকানে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে লক্ষাধিক টাকার মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। রাতে নৈশ প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বাজারে চুরি সংঘটিত হওয়ায় আতঙ্কে আছে ব্যবসায়ীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়িতে গিয়েছিলেন হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী বেনু মজুমদার। কিন্তু আজ সকালে এসে দোকানে চুরি যাওয়ার ঘটনাটি দেখতে পান। চোরের দল দোকানের দরজার তালা ভেঙে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে বলে জানান তিনি। আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার জিনিস নিয়ে পালিয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাতে নৈশ প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বাজারে চুরি সংঘটিত হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্কে আছে ব্যবসায়ীরা।

রবি মরশুমে বিলোনীয়ার ৩টি স্থানে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ আগস্ট: রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বিলোনীয়াতেও ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় চলতি রবি মরশুমে তিনটি স্থানে কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ২,৩০০ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হবে।

এরমধ্যে রাজনগর নিউ মোটরস্ট্যান্ডে ধান ক্রয় করা হবে ৫ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট পর্য্যন্ত। বিলোনীয়া কোল্ড স্টোরেজে ১২ এবং ১৩ আগস্ট এবং নিউ লক্ষ্মীপুর ভি.এল.ডব্লিউ. স্টোরে ১৬ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট পর্য্যন্ত ধান ক্রয় করা হবে।

গণপতি সামাজিক সংস্থার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: গণপতি সামাজিক সংস্থা এ বছর তাদের ১৪ তম গণেশ পূজাকে সামনে রেখে আজ খুঁটি পূজার মাধ্যমে মন্ডপ তৈরির কাজ সূচনা করেন।

রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবন চৌমুহনীতে এবছরও গণপতি সামাজিক সংস্থা বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে গণেশ পূজার আয়োজন করেছে। এবছর তাদের গণেশ পূজা চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করছে।

সোমবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে মন্ডপ তৈরির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। গণপতি সামাজিক সংস্থার পক্ষে অম্লান মুখার্জি এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জানান আগামী ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠানিকভাবে গণেশ পূজার উদ্বোধন হবে। পুজো অনুষ্ঠান চলবে ৩১ আগস্ট পর্য্যন্ত। পুজো উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি ও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, অনাথ আশ্রমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি। পূজা উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন পূজা উপলক্ষে সন্ধায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় আয়োজিত এই পূজায় সকল স্তরের জনগণকে শামিল হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা অনিয়মিত ডিডব্লিউএস অপারেটর সংঘের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো কাঠালিয়া ব্লক ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৪ আগস্ট:ত্রিপুরা অনিয়মিত ডিডব্লিউএস অপারেটর সংঘের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো কাঠালিয়া ব্লক ভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে একটি কনভেনশন হয়ে গেল।এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত যাত্রাপুর পঞ্চায়েত এলাকার ডায়েট কলেজে।

মূলত বিষয় হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে এই সমস্ত পানীয় জলের অপারেটরদের নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সমস্যা গুলি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও পরিচালনা করা এবং আগামী দিন ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষের পানীয় জলের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে সুঁচারুভাবে দায়িত্ব পালন করা। মূলত এই সমস্ত বিষয়ের উপরেই প্রথমবারের মতো এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কনভেনশনের উদ্বোধক ছিলেন ধনপুর কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। এছাড়া সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, জেলা ও রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক গন।

বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুচারুভাবে বলে দিয়েছেন সমস্ত দাবিগুলি ব্যক্তিগত ভাবে ওনার জানা রয়েছে, এছাড়া দপ্তর ও অবগত রয়েছেন। বিষয়গুলি সরকারিভাবে দেখা হবে।এমনটাই আশ্বস্ত করেন বিধায়ক অপারেটরদের।

পাশাপাশি জনস্বার্থে তাদের যে গুরু দায়িত্ব সেটা যেন অব্যাহত থাকে এই ব্যাপারেও তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনায় তুলে ধরে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনাও করেন। অপরদিকে বিজেপি পরিচালিত সরকারের উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে। তবে তিনি বলেন, গত সাত বছরে পানীয় জলের তেমন কোন সংকট নেই কাঠালিয়া ব্লক এলাকায়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপাচার সোনাবান বিবির নতুন জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুফল পেলেন ঊনকোটি জেলার রাঙ্গাউটি গ্রামের ৬২ বছর বয়সী সোনাবান বিবি। দীর্ঘদিন পেটে তীব্র ব্যথা এবং হজমের সমস্যায় ভোগার পর, ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের

চিকিৎসকদের সফল অস্ত্রোপচারে তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথা ও বমি হওয়ায় সোনাবান বিবির পরিবার তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্টে দেখা যায় যে, তার পিত্তথলিতে বেশ কয়েকটি পাথর জমেছে, যা তার স্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি ছিল। চিকিৎসকরা জানান যে, তার অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। গত ৯ জুলাই, সোনাবান বিবিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের সার্জন ডা. সৌরভ লোধ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. পুণ্যকৃত দেববর্মা, এনেস্থেসিস্ট ডা. রূপময় দাস এবং নার্সিং অফিসার কাবেরী সাহার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল গত ১০ জুলাই, সফলভাবে অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করেন।

আধুনিক সরঞ্জাম ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই জটিল অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করা হয়, যা সোনাবান বিবির দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। সোনাবান বিবির আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকায় তার অস্ত্রোপচার এবং যাবতীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। গত ১৪ জুলাই, তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। সোনাবান বিবির পরিবার ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, জেলা হাসপাতালে এমন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে তারা গর্বিত।

রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৪ আগস্ট: রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম শিপন কুমার সিংহ (৪৫), পিতা মৃত সুধাংশু কুমার সিংহ। তার বাড়ি চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে।

বিবরণে প্রকাশ, গতকাল অর্থাৎ রবিবার গভীর রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ ব্যাঙ্গালোর থেকে আগরতলাগামী ১২৫০৩ নম্বরের ডাউন হামসাফার ট্রেন আগরতলার উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ আগস্ট:কৈলাসহর চিড়াকুটি এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয় এক ব্যক্তি।বর্তমানে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি।

কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে ১৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা নিপেশ দে নামে এক যুবক সোমবার সকালবেলা চিড়াকুটি এলাকায় ব্যক্তিগত কাজে যায়। অভিযোগ সেখানে যাওয়ার পর একটি দ্রুতগতিতে গাড়ি এসে তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিয়ে যায়, প্রথমে তাকে স্থানীয়রা চিকিৎসার জন্য আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর পর তার অবস্থা বেগতিক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেয় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা, বর্তমানে সে সংকটজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নিপেশ দের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল বর্তমানে চিকিৎসা করানোর মতো অর্থ তার পরিবারের লোকেদের কাছে নেই তাই ওদের দাবি প্রশাসন যাতে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এটাই দাবি জানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিপেশ দের স্ত্রী পূর্ণিমা চৌধুরী।

গাঁজা সহ আটক তিন

আগরতলা, ৪ আগস্ট: আগরতলা রেল স্টেশন থেকে ফের গাঁজা সহ আটক তিনজন। তাদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে। জিআরপি থানার পুলিশ এবং আরপিএফ এর রুটিন তল্লাশিতে সন্দেহজনকভাবে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গতকাল রাতে আগরতলা রেলস্টেশনে

প্রতিদিনের মত রুটিন তল্লাশি চলছিল জিআরপি এবং আরপিএফ- এর যৌথ উদ্যোগে। তল্লাশি চলাকালে এক মহিলা ও দুই পুরুষকে দেখে সন্দেহ হলে তাদের আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশিতে তাদের ব্যাগ থাকে ৯ কেজি ৩৩৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃতরা হল যথাক্রমে, প্রহ্লাদ কুমার, বাড়ি --- আজমপুর, বিহার, রবিতা দেবী(৩৮) বাড়ি — ভাগলপুর, বিহার, জন্মজয় নুনিয়া , বাড়ি — শিলচর। তাদের আটক করে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খোয়াইয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: দেশপ্রেমের চেতনাকে আরও মজবুত করে তুলতে ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে ১৫ আগস্ট পর্য্যন্ত সারা রাজ্যের সাথে খোয়াই মহকুমাতেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ মহকুমা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে মহকুমা শাসক শীর্ষেন্দু দেববর্মার সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে মহকুমা শাসক শ্রীদেববর্মা খোয়াই মহকুমার সর্বত্র হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৮ আগস্ট বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্থানে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে তিরঙ্গা সাইকেল র‍্যালি খোয়াই শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। আগামী ১৩ আগস্ট সমস্ত সরকারি, আধা সরকারি, দোকান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তিরঙ্গা আলোকসজ্জা, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, ব্লক কার্যালয়, সুভাষ পার্ক মার্কেট সহ বিভিন্ন স্থানে সলফি পয়েন্ট তৈরি করা হবে ও মহকুমার বিভিন্ন স্থানে স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে স্টল খোলা হবে। আজ অনুষ্ঠিত বৈঠকে স্বাস্থ্য, পূর্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, কৃষি সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দানিয়েল দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে মন্ত্রী

আগরতলা, ৪ আগস্ট: বন্ধুর সাথে ঘুরতে গিয়ে দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গত পয়লা আগস্ট জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ডেনিয়াল দেববর্মার। দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে। আজ তার বাড়িতে গিয়ে পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ সোমবার পশ্চিম জেলা পুলিশ প্রশাসন, বিশেষ করে জেলা পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইন-চার্জকে দানিয়েল দেববর্মা ও তাঁর বন্ধুদের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী আজ কার্যনির্বাহী সদস্য রুনেইল দেববর্মা, বিএসি চেয়ারম্যান রণধীর দেববর্মা এবং কার্যকর্তাদের সাথে নিয়ে মৃত দানিয়েল দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এছাড়াও তিনি ওই একই ঘটনার অন্য এক আহত যুবকের বাড়িতেও যান ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমি তখন দিল্লিতে ছিলাম। আমার মোহনপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত একটি গ্রাম বিরমোহন এলাকায় দানিয়েল দেববর্মা নামের এক যুবক , যিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় একদল দুষ্কৃতীর হাতে তারা আক্রান্ত হন তৈরাজবাড়ি এলাকাতে। দানিয়েল গুরুতর আহত হন। পরদিন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে জিবি পন্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মন্ত্রী জানান এই ঘটনায় গোটা এলাকা শোক ও ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। আমি এই মৃত্যুর ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতেই হবে।

তিনি আরো জানান, পুলিশ ইতিমধ্যে দোষীদের বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এবং পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইন-চার্জকে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছে। পরিবার ন্যায়বিচার চায়, আমরাও চাই অপরাধীরা শাস্তি পাক। মন্ত্রী বলেন আমি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি পুলিশ যেন দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেয়। আমরা আশাবাদী, দোষীরা খুব শীঘ্রই গ্রেফতার হবে।

নির্ভয়পুর সীমান্তে ১০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট ও বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল সহ ১.১২ কোটি টাকার চোরাচালান সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ আগস্ট : সীমান্তে চোরাচালান রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গত ৩ ও ৪ আগস্টের মধ্যরাতে বিশেষ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে, সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত নির্ভয়পুর সীমান্ত চৌকির (বিওপি) বিএসএফ জওয়ানরা নির্ভয়পুর ভারতীয় গ্রাম সংলগ্ন বনাঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৬০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে।

এছাড়াও ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলেও বিএসএফ একাধিক অভিযানে আরও বেশ কিছু চোরাচালান সামগ্রী জব্দ করেছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মোট বাজারমূল্য আনুমানিক ১.১২ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় চোরাচালান সম্পূর্ণ রুখতে তারা কঠোর নজরদারি এবং অভিযান জোরদার করেছে। নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সীমান্ত পথে অবৈধ মাদক পাচার রুখতে তৎপর রয়েছে বিএসএফ।

বিএসএফ-এর এই ধারাবাহিক সাফল্যে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে বলে জানা গেছে।

আগরতলা ফার্মা এলএলপি এর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: সোমবার একই ছাদের তলায় প্রায় ৭০ টি কোম্পানির ঔষধ পাইকারি মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে গণরাজ চৌমুহনীতে উদ্বোধন হল আগরতলা ফার্মা এলএলপি। সোমবার এই সংস্থার অফিস ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট এর সভাপতি জে এস সিন্ডে, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজীব সিংঘাল,রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিত সাহা সহ বিশিষ্ট জনেরা।

এই সংস্থার দোকান উদ্বোধনকে ঘিরে রাখা হয়েছে লাকি ড্র এর ব্যবস্থা। ৪ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট পর্য্যন্ত ৫০০০ টাকার ঔষধ কেনার সঙ্গে একটি করে কুপন দেওয়া হবে। পরবর্তীতে ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে লাখি ড্র। সেই লাকি ড্রয়ে জয়ীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে ৩২' হাইয়ার স্মার্ট টিভি। দ্বিতীয় পুরস্কার ওয়ার্লপুল রেফ্রিজারেটর (১৮৫ লিটার)৩য় পুরস্কার প্রোটোনিক্স সান্তনা পুরস্কার - ১৫টি প্রেসার কুকার (৫ লিটার)। উদ্বোধন করে একি ছাদের তলায় এতগুলি কোম্পানির ঔষধ খুচরা বিক্রেতারা ক্রয় করতে পারার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংস্থাটি তাতে খুচরো ব্যবসায়ীদের পরিবহন খরচ এবং সময় অনেকটাই বাঁচবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

শান্তিপাড়ার ঐকতান যুব সংস্থায় খুঁটি পূজা সম্পন্ন, মায়ানমারের বুদ্ধমন্দিরের আদলে গড়ে উঠবে পূজো প্যান্ডেল

আগরতলা, ৪ আগস্ট: দুর্গাপুজোর বাকি নেই আর দুমাসও। এবার অনেকটাই এগিয়ে এসেছে দুর্গাপুজো। ফলে বড় বাজেটের প্রতিটি প্যান্ডেল তড়িঘড়ি করে নেমে যাচ্ছে পুজোর প্রস্তুতিতে।

শহরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব শান্তিপাড়ার ঐকতান যুব সংস্থা সোমবার খুঁটি পূজার মাধ্যমে তাদের দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এবছর তারা তৈরি করতে চলেছে মায়ানমারের বুদ্ধমন্দির। মন্ডপ নির্মাণে থাকছেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের সঞ্জীব দেবনাথ। প্রতিমা শিল্পীও রয়েছেন নবদ্বীপের নাড়ুগোপাল দেবনাথ। এ বছর তারা বাজেট বৃদ্ধি করেনি। দুর্গাপূজা দিয়েই তাদেরকে রাজ্যবাসীর চেনে। কিন্তু এ বছর তারা ফুটবলেও বি ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে এ ডিভিশনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে আগামী বছর এ ডিভিশনে ও তারা ভাল দল গঠন করবে সে জন্য এ বছর তারা দুর্গা পূজার বাজেট বৃদ্ধি করেনি। তবে এবারও পুজোর যে থিম তারা নিয়েছে তা যে রাজ্যবাসীকে আকর্ষিত করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার, ধৃত ২

আগরতলা, ৪ আগস্ট : পুলিশি অভিযানে বিশালগড় থেকে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি, অন্য চুরির মামলায় স্বর্ণালঙ্কারও উদ্ধার করেছে এনসিসি থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিগত কিছু দিন ধরে সার্কিট হাউস থেকে বাইক চুরি যাওয়া অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এরই মধ্যে অন্য চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

খোয়াইয়ে সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট:ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ও খোয়াই মহকুমা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে মহকুমা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের নিয়ে আজ থেকে শুরু হয়েছে ৬দিনব্যাপী সিভিল ডিফেন্স বেসিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ব্রাঞ্চ অফিসার ডিসিএম সঞ্জয় চৌধুরী, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট রিসোর্স পার্সন অরবিন্দ চৌধুরী, জেলা প্রশাসনের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার সংগীতা সরকার প্রমুখ।

ট্রেনিং প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চ অফিসার (ডিসিএম) শ্রীচৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং প্রাণহানিও ঘটে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিভাবে রক্ষা করতে হবে এ সম্পর্কে সচেতন হতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ শিবিরে রিসোর্স পার্সন অরবিন্দ চৌধুরী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সিভিল ডিফেন্সের সদস্য-সদস্যাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে নিজেকে কিভাবে তৈরি করতে হবে এ নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। বেসিক ট্রেনিং প্রোগ্রামে মোট ৫০ জন সিভিল ডিফেন্স সদস্য-সদস্যা অংশ নেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas